শ্রীসুনির্ম্মল বসু

এস, কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা

দাম বারো আনা

উপহার

উদ্ভট কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে পাঁচশো বছর এগিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে। সে যুগে প্রত্যক্ষ যা দেখেছি—তারই কিছু বর্ণনা দিলাম এখানে। তখনকার দিনে যা দেখেছি সম্ভব, আজকালকার যুগে সেটাকে নিছক অসম্ভব আজগুবী কল্পনা বলেই উড়িয়ে দেওয়া যায়। সেই জন্যে আগে থাক্‌তেই বইখানির নামকরণ করলাম "অসম্ভব দুনিয়ায়।"

দেবীপক্ষ
২২শে আশ্বিন—১৩৪৪

গ্রন্থকার।

এক
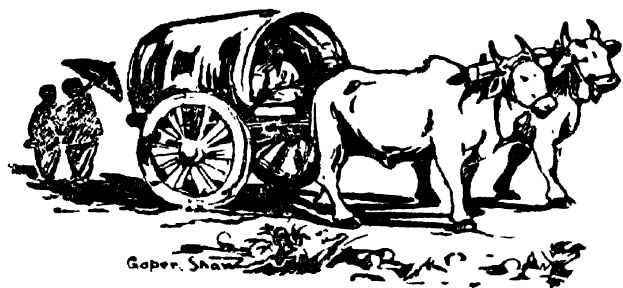
পঙ্কজের ঘুম ভাঙ্‌লো।

চোখ রগ্‌ড়ে উঠে বসে সে গুহার ভিতর থেকে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল—ভোর হয়েছে। অগুন্‌তি গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশের আলোর ফুলঝুরি। পাখীর আকুল-কাকলিতে চারিধার মুখরিত। বুনোফুলের গন্ধে দিক আমোদিত।

তার দেহের ক্লান্তি দূর হয়েছে। কিন্তু কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে? কাল সন্ধ্যাবেলাই তো পঙ্কজ সন্ন্যাসীর সঙ্গে এই গুহার ধারে এসে পৌঁছেছিল।

একটা জিনিষ পঙ্কজের কাছে খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় বলে মনে হচ্ছে। কাল সন্ধ্যাবেলা সে বেশ স্পষ্টভাবেই দেখেছিল গুহার মুখটা ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; একটা বড় অশথ গাছ ছাড়া আর সেখানে গাছ-পালা বিশেষ কিছুই ছিল না। কিন্তু আজ সকালে একি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! গুহার মুখটা এক রাত্রির মধ্যেই এমন জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে উঠলো কি করে? সন্ন্যাসী কৈ?

মেঘনায় নৌকা ডুবি হয়ে পঙ্কজ খরস্রোতে ভেসে যায়। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করেন এক সন্ন্যাসী। পঙ্কজের বাবা, মা, ভাই, বোন সবাই জলমগ্ন হয়েছিল, তাদের আর কেউ উদ্ধার করতে পারে নাই।

সন্ন্যাসী পঙ্কজকে নিয়ে হিমালয়ের নির্জ্জন প্রদেশে এই গুহার ধারে এসে উপস্থিত হন। পঙ্কজ তখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসেনি। তার জ্ঞান ফিরেছিল বটে—কিন্তু একটা আচ্ছন্নভাব তার দেহ মনকে ঘিরে রেখেছিল। সন্ন্যাসী তাকে কোথায় নিয়ে চলেছেন,—কি উদ্দেশ্য তাঁর—ওসব প্রশ্ন করবার মত মনের অবস্থা তার যেন ছিল না। সে এইটুকু বুঝেছিল এই সন্ন্যাসী তার জীবনদাতা। সন্ন্যাসী না বাঁচালে এতক্ষণ তাকে হয়তো নদীগর্ভে চির-সমাহিত হতে হোত।

বাবা, মা, ভাই, বোনকে হারিয়ে পঙ্কজের মনও গভীর

বৈরাগ্যে ভরে উঠেছিল, সংসারে ফিরতে তার আর ইচ্ছা ছিল না, সন্ন্যাসীর সঙ্গ পেয়ে তার উদাসী মন খুশীই হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সন্ন্যাসী কৈ? কাল সন্ধ্যার সময় পঙ্কজকে কি একটা ওষুধের গুঁড়ো দিয়ে তিনি বলেছিলেন—"এই ওষুধের গুণে তোমার দেহের সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তি, মনের সমস্ত অবসাদ দূর হয়ে যাবে। সমস্ত রাত গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে থাকবে। কাল সকালে উঠে দেখবে—শরীর তাজা হয়েছে, মন হাল্কা হয়েছে। এই গুঁড়োর সামান্য খানিকটা অংশ তুমি খেয়ে ফেল।"

পঙ্কজের দেহের অবস্থা হয়েছিল অতি শোচনীয়, মনের অবস্থাও অসহনীয়। সে দেহের ক্লান্তি আর মনের অবসাদ ঘুচাবার জন্যে সমস্ত গুঁড়োটাই খেয়ে ফেলে।

আশ্চর্য্য এই ওষুধের গুণ। ভোর বেলা উঠে পঙ্কজ দেখ্‌ল—তার দেহে আর বিন্দুমাত্র গ্লানি নাই—মনও বেশ ঝর্‌ঝরে হাল্‌কা হয়ে গেছে। সমস্ত রাত কী গভীর ভাবেই ঘুমিয়েছিল সে?

গুহার মুখে গাছ-পালার জঙ্গল নিশ্চয়ই ছিল। মোহাচ্ছন্ন ভাবে থাকায় সে হয়তো ঠিক খেয়াল করতে পারেনি।

যাক্, এসব ভেবে বৃথা আর সময় নষ্ট করা যায় না। সন্ন্যাসী বোধহয় গুহার বাইরে গেছেন খাবার-দাবারের ব্যবস্থা দেখ্‌তে। সন্ন্যাসীর বাড়ীতে আজ নতুন অতিথির আগমন। কাজেই তাঁর আজ অনেক কাজ।

পঙ্কজ মনে মনে স্থির করল,—গুহার বাইরে গিয়ে একটু পায়চারি করে চারিধারের দৃশ্যটা দেখা যাক। জায়গাটা কেমন—সে সম্বন্ধে একটা ধারণা হওয়া দরকার। ততক্ষণে সন্ন্যাসী ফিরুন।

দুই

গুহার মুখটা লতাপাতার জালে এমনভাবে সমাচ্ছন্ন ছিল—যে বাস্তবিকই এই ব্যাপারটা পঙ্কজের পক্ষে হোলো যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ। সে একবার মনে মনে ভাবল সন্ন্যাসী কি ইন্দ্রজাল জানেন নাকি? এটা কি সন্ন্যাসীর যৌগিক-শক্তির একটা পরিচয় নাকি? তাকে নিরাপদে রাখবার জন্যেই কি সন্ন্যাসীর এই অদ্ভুত যোগ-ক্রিয়া? পাছে কোন হিংস্র জন্তু-জানোয়ার পঙ্কজের খোঁজ পায়, - তার বিশ্রামটাকে বিঘ্ন-সঙ্কুল করে তোলে—এই জন্যই কি পরম দয়ালু সন্ন্যাসীর এই অলৌকিক বিভূতি? তাকে নিরাপদে
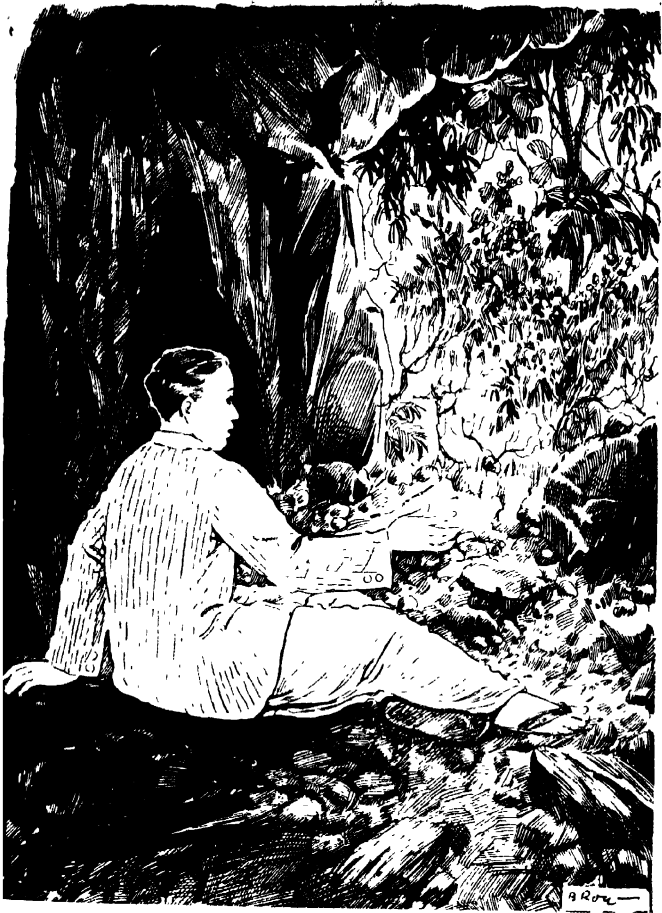
এটা কি সন্ন্যাসীর যৌগিক-শক্তির একটা পরিচয় নাকি

গোপনে রাখবার জন্যেই একরাত্রের মধ্যে তিনি এই অসম্ভব কাজ করেছেন,—এ বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

অতি সহজেই পঙ্কজ কাল সন্ধ্যাবেলা এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু আজ আর কিছুতেই যেন বের হতে পারছে না। লতায়, ডালে, শিকড়ে, গাছে, আগাছায় গুহার মুখটা এমনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে আছে যে—তার ভিতর থেকে উদ্ধার পাওয়া দুরূহ ব্যাপার!

পল্লবগুচ্ছের মধ্য দিয়ে দিনের আলো উঁকি মারছে গুহার ভিতর। পঙ্কজের গায়ে মাথায় রোদের ধারা এসে ঝরে পড়ছে, বাইরে যাবার জন্যে তার মন হয়ে উঠেছে ব্যাকুল, প্রাণ আকুল। একটা ছোট্ট হল্‌দে পাখী এসে কিচ্‌ মিচ্‌ করে ডাকছে একটা পাতার আড়ালে বসে—হল্‌দে, লাল, নীল, রং-বাহারী প্রজাপতির দল ফুরফুরে হাল্‌কা হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে গুহার মুখে।

পঙ্কজের হঠাৎ নজর পড়ল একটা মরচেধরা ত্রিশূলের উপর। গুহার ভিতর সেটা এক কোণায় পড়েছিল। চট্‌ করে সেটা তুলে নিয়ে পঙ্কজ আবার এগিয়ে এলো গুহার মুখের দিকে। এই ত্রিশূলই তাকে বাইরে বেরুবার সাহায্য করবে। সন্ন্যাসীর উপর পঙ্কজের একটু রাগ হোলো। তাকে বন্দী করে রেখে তাঁর চলে যাওয়াটা উচিত হয় নাই।

মরচে ধরা ত্রিশূলটা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পঙ্কজ খানিকটা ডাল, লতাপাতা ছিঁড়ে ফেল্লে, তারপর একটা ঝুলন্ত শিকড় ধরে সেই ফাঁক দিয়ে অনেক কষ্টে বাইরে এলো।

আঃ কী আরাম! বন্দীর কাছে মুক্তির আনন্দ যে কি জিনিষ পঙ্কজ সেটা মনে মনে বেশ উপলব্ধি করতে পারল। একরাত গুহার মধ্যে থেকেই যেন সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। এবার সন্ন্যাসী এলে সে আর ঐ গর্ত্তের মধ্যে ঢুক্‌বে না, বাপ্‌—জন্তু-জানোয়ারের মত গর্ত্তে বাস করা কি আর মানুষের পোষায়?

উপরে অনন্ত নীলাকাশে ঝলমল করছে আলোর ঝালোর, নীচে দিগন্ত বিস্তৃত শ্যামল বনশ্রী সেই আলোর নেশায় যেন বুঁদ হয়ে উঠেছে। একপাশে নগাধিরাজ হিমালয়ের অপূর্ব্ব মহান সৌন্দর্য্য। পঙ্কজ তাকিয়ে দেখল দূরে, অতি দূরে রজত-ধবল পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে প্রভাত রবির সোনালী আভার ধারা।

পঙ্কজের মন মুগ্ধ হয়ে গেল এই অনুপম সৌন্দর্য্যের ছটায়। কাল সন্ধ্যাবেলা যখন তারা এখানে এসেছিল,—জ্যোৎস্নার আব্‌ছা-আলোয় এ সব দৃশ্য মনোরম হলেও, তার শরীর ও মনের অবস্থায় সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করার মত শক্তি ও সামর্থ্য তার ছিল না।

কিন্তু সন্ন্যাসী কৈ? এতক্ষণ তো তাঁর আসা উচিত ছিল। পঙ্কজ তাঁর অতিথি, একথা নিশ্চয়ই তিনি ভুলে যান নি। তাঁর দায়িত্ব জ্ঞান অবশ্যই আছে।

পঙ্কজ চারিধারে ভালো করে তাকিয়ে দেখ্‌ল—কোথাও জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই। একদিকে অনন্ত বনরাজি, অপরদিকে ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের শ্রেণী।

তার মনে পড়লো সন্ন্যাসী বলেছিলেন, এখানে আরো অনেক সন্ন্যাসী বাস করেন, কেউ গুহায়, কেউ গাছের তলায় কুটীর বেঁধে। কিন্তু কৈ সন্ন্যাসীতো দূরের কথা, কোনো বুনো লোকের, কোনো পাহাড়ীরও ছায়া দেখা যাচ্ছে না এখানে। এমন নির্জন স্থানে যে কোনো লোক আস্‌তে পারে—পঙ্কজের সেটা ধারণার বাইরে।

একটা মোটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পঙ্কজ এই সকল নানাকথা ভাব্‌ছে—হঠাৎ শুন্‌তে পেল শূন্যে বাতাসে একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ। চম্‌কে তাকিয়ে সে দেখ্‌ল বড় বড় দুটো পাখী বনের মাথার উপর দিয়ে বিস্তৃত ডানায় ভর করে অতি দ্রুতভাবে তারদিকে উড়ে আস্‌ছে।

উঃ, কী প্রকাণ্ড আকারের পাখী ও দুটো! বোধ হয় বুনোবাজ, কিম্বা হার্পি-ঈগল জাতীয় কোন পাখী। যাই হোক

ওদের নজরে পড়া ঠিক হবে না। রাক্ষুসে পাখীগুলোর কবলে পড়লে হয়তো নাকালের একশেষ হতে হবে। একখানা মরচে ধরা ত্রিশূল ছাড়া আর কোনো অস্ত্রই নেই।'

গাছের পাশে ঘন ঝোপ ছিল,—পঙ্কজ চট্ করে সেই ঝোপের ধারে সরে গিয়ে আত্মগোপন করল।

পাখী দুটো উড়তে উড়তে এসে নামলো সেই ঝোপটার কিছু দূরে। বড় বড় ঘাসের আড়াল থেকে একবার মিট্ মিট্ করে পাখীদুটোর দিকে তাকিয়ে পঙ্কজ নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠল।

তিন

এ স্বপ্ন না সত্য !!

যে দৃশ্য পঙ্কজের চোখে পড়লো; সেটা যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের বাইরে। কিন্তু অবিশ্বাস করবারও তো জো নাই। অতি স্পষ্ট দিনের আলোতে পরিস্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে জিনিষ, তাকেতো অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

ঝোপের আড়াল থেকে পঙ্কজ দেখ্‌ল এতক্ষণ পাখী বলে যাদের সে ধারণা করেছিল, তারা পাখী নয়—অদ্ভুত

পোষাক-পরা দুটি মানুষ। হাতের সঙ্গে তাদের হাল্‌কা ধাতুর তৈরি ডানা আট্‌কানো তারই সাহায্যে তারা শূন্যপথে উড়ে এসেছে।

পঙ্কজ চম্‌কে উঠলো তাদের কথাবার্ত্তা শুনে। তারা যে বাংলা ভাষাতেই কথা বল্‌ছে! কাণ পেতে শুন্‌তে লাগল পঙ্কজ তাদের আলাপ আলোচনা।

একজন বল্লে "ওহে লালটু, একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক্‌ এখানে। জায়গাটা বেশ চমৎকার,—কি বল হে?"

অপরজন উত্তর দিল—"যা বলেছ ভাই নীলকু, একটু বিশ্রামের দরকার হয়ে পড়েছে বৈকি। এতক্ষণ একটানা উড়ে আসায় ক্ষিধেও পেয়েছে বেশ চন্‌চনে। দাওতো ভাই তোমার 'ক্ষিদ্দূর' বোতলটা।"

লাল্‌টু ততক্ষণে হাত থেকে ডানাদুটো খুলে ফেলেছে, সে একটা পাথরের উপর বসে পড়ল, তারপর কোমরের বন্ধনীতে বাঁধা একটা সবুজরঙের শিশি খুলে নীল্‌কুর দিকে এগিয়ে দিল।

হাতের ডানা খুলে নীল্‌কু হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিয়ে ঢক্‌ঢক্‌ করে খানিকটা তরল জিনিষ মুখে ঢেলে দিল,—বল্লে "ও, একটু বেশী খাওয়া হয়ে গেল, নাওহে লাল্‌টু—তুমিও একটু খেয়ে নাও—এখনো অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে—"

এই বলে নীল্‌কু বোতলটা আবার লাল্‌টুর দিকে এগিয়ে দিল।

পঙ্কজ আর আত্মগোপন করে থাক্‌তে পারলনা। এই বিজন প্রদেশে সে এতক্ষণ একলা থেকে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। হঠাৎ দুটি বাঙালীর দেখা পেয়ে তার প্রাণটা অভাবনীয় আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠ্‌ল। সে ঝোপ থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হোলো তাদের সাম্‌নে।

এই জনমানবহীন দুর্গম প্রদেশে হঠাৎ একটি মানুষের মুর্ত্তি দেখে লাল্‌টু আর নীল্‌কুও যেন চম্‌কে উঠ্‌ল।

লাল্‌টু পাথরের উপরে হেলান দিয়ে বসেছিল; সে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল—তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পঙ্কজের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে—"থামো, আর এক পাও এগিও না, কী মতলব তোমার।"

নীলকু তার কোমর বন্ধনী থেকে একটি ছোট পিচকিরির মত নল বের করে—পঙ্কজের দিকে তাক্ করে বল্লে—"এই ছাখো "ধূম্বিষ", আর এক পা এগুবে তো,—মরতে হবে নির্ঘাৎ।"

পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পঙ্কজ। "ধূম্বিষ" জিনিষটা যে কি তা সে জান্‌ল না বটে, তবে এটা বুঝল মারাত্মক রকম কোনো অস্ত্র ওটা।"

পঙ্কজ মুখ কাঁচু মাচু ক'রে মাথা চুলকে বল্লে "আমাকে মিছিমিছি আপনারা ভয় করছেন কেন! আমি আপনাদের মতই এক বাঙালীর ছেলে, নিরস্ত্র, নিঃসহায়।"

লাল্টু বল্লে "এই নির্জন প্রদেশে কী মতলবে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে, কি নাম তোমার ?"

পঙ্কজ ছল ছল চোখে তার সমস্ত কাহিনী একে একে বর্ণনা করতে লাগল।

সমস্ত কাহিনী শুনে নীলকু বল্লে "তুমি বলছ কাল রাত্রে তুমি এখানে এসেছে ?"

পঙ্কজ বল্লে "হ্যাঁ!

"সেই সন্ন্যাসী কোথায় ?" লালটু প্রশ্ন করল।

"তা তো জানিনা, আমাকে এই গুহার মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে তিনি কোথায় জানি উধাও হ'য়ে গেছেন।" পঙ্কজ ভারী গলায় উত্তর দিল।

পঙ্কজের গায়ে যে ডোরাকাটা কোটখানি ছিল, তার দিকে তাকিয়ে লালটু নীলকুকে বল্লে "অদ্ভুত পোষাক,—এ রকম জামাতো আজকাল চোখে পড়ে না,—কাপড় পরার রেওয়াজ তো আজকাল নাই, লোকটা পাগল টাগল নয় তো। অদ্ভুত ধরণের পোষাক পরে ঘুরে বেড়ায় বনে জঙ্গলে।"

লালটু প্রশ্ন কর্‌ল পঙ্কজকে, "নৌকাডুবি হয়েছিল কবে?"

পঙ্কজ উত্তর দিল, "পরশু সকাল বেলা। এই দেখুন আমার পকেটে ব্যাগের মধ্যে যে চিঠিখানা আছে, তা পড়লেই সব বুঝতে পার্‌বেন। মামারবাড়ী যাবার পথে আমাদের নৌকাডুবি হয়। এই যে দেখুন আমার মামার হাতের লেখা চিঠি। তাঁর বাড়ী যাবার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ পত্র।"

এই বলে পঙ্কজ তার পকেট থেকে একটা ব্যাগ বের করে, তার ভিতর থেকে দুম্‌ড়ানো মোড়া একটা পোষ্টকার্ড বের করে লালটুর হাতে দিল।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে একবার পোষ্টকার্ডটার দিকে তাকিয়ে লালটু গলা ফাটিয়ে 'হো' হো করে অট্টহাসি হেসে উঠল। তার হাসির চোটে সমস্ত পাহাড়ী প্রদেশটা যেন থর থর করে কেঁপে উঠল।

চার

লালটুর এরকম অদ্ভুত অট্টহাসির কারণ কিছু বুঝতে না পেরে পঙ্কজ তো গেল দস্তুরমত ভ্যাবাচাকা খেয়ে। সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে লালটুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হতভম্বের মত।

নীলকুর দিকে চেয়ে লাল্‌টু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে "ওহে নীল্‌কু, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে যা'হোক—"

"কিহে ব্যাপার কি!" বলে নীল্‌কু লালটুর দিকে এগিয়ে এলো।

চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে লালটু বল্লে "ত্থাখো,—কোন্ সালের চিঠি এখানা।"

চিঠিখানা পড়েই নীলকুও হেসে উঠল বিরাট শব্দ করে—"আরে, ১৭ই বৈশাখ ১৩৪৪ সাল,—তার মানে—"

"তার মানে—দাঁড়াও, একটু হিসেব করে দেখি,—এটা হচ্ছে বাংলা ১৮৪৪ সাল, আর এই পোষ্টকার্ড খানা হচ্ছে ১৩৪৪ সালের—অর্থাৎ, ঠিক ৫০০শ' বছরের তফাৎ, আরে হো হো" আবার প্রচণ্ড শব্দে লালটু হেসে উঠ্‌ল।

পঙ্কজের মাথায় যেন গোল বেধে গেল। এরা সব

আবোল তাবোল কি বলাবলি করছে! ১৮৪৪ সাল, ৫০০শ' বছর—এসব কথার অর্থ কি!

পঙ্কজ বল্লে "আপনারা কি বিশ্বাস করলেন না আমার কথা? এ চিঠি আমাকে নিজের হাতে আমার মামা লিখেছিলেন, তাঁদের বাড়ী যাবার জন্যে। আমার মাসতুতো বোন্ মালতীর বিয়ে, সেই জন্যে আমরা বাড়ী শুদ্ধ সবাই চলেছিলাম, তাঁদের বাড়ী মেঘনা নদীর পথে। কালবৈশাখীর ঝড়ে ভরা-দরিয়ায় আমাদের নৌকাডুবি হয়। সবাই জলমগ্ন হয়,—আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় এক সন্ন্যাসী উদ্ধার করেন। এ কথা না বিশ্বাস করার কারণ কি।"

লালটু বল্লে "যদি তোমার কথা বিশ্বাস করতে হয়—তবে আমাদের এও বিশ্বাস করতে হয় যে তোমার বয়স পাঁচশো বছরের উপর।"

নীলকু' চিঠিখানা তখনো ভালো করে লক্ষ্য করে দেখছিল,—সে এইবার বল্লে "চিঠির ভাষা সাবেকী বাংলা, যা দুশো, পাঁচশো বছর আগে বাংলায় চল্‌তি ছিল। এখন আর এ ভাষা চলে না। যাই হোক্,—পোষ্টকার্ডখানা আমাদের কাজে লাগবে। পুরাতত্ত্ববিদরা এই চিঠিখানা পেলে যথেষ্ট খুশী হবেন।"

পঙ্কজের মুখখানা ক্রমেই হাঁ হয়ে আসছিল। তাদের

ক্লাশের পড়ার বইতে সে 'রিপভ্যান্ উইংকিলের' গল্প পড়েছিল, তার অবস্থাও কি আজ তাই। সে কি এই গুহার মধ্যে পাঁচশো বছরই ঘুমিয়েছিল সেই সন্ন্যাসীর ঘুমের ওষুধ খেয়ে! ওষুধের গুঁড়োটা সে সন্ন্যাসীর নিষেধ সত্ত্বেও একটু বেশী পরিমাণে খেয়ে ফেলেছিল—একথা সে অস্বীকার কর্তে পারে না, কিন্তু তাতে এরকম মারাত্মক ফল হবে তা' কে জান্তো!

পঙ্কজ বল্লে "দেখুন, আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করুন,—আমার ধারণা আমি এক রাত্রিই ঘুমিয়েছি,—এর ভিতর দিয়ে যে পাঁচশো সুদীর্ঘ বছর পার হয়ে গেছে এ আমার ধারণাতীত। আপনাদের কথা যদি সত্যি হয়—তবে ব্যাপারটা বাস্তবিকই অতি অসামান্য ও অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভব ব্যাপারটাকে আমার বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করতে হচ্ছে। সন্ন্যাসীর ওষুধের যে এরকম অলৌকিক প্রভাব তা আমি এখন কিছু কিছু ঠাওর কর্তে পারছি। এখন আর একটা জিনিষও আমার সন্দেহ অনেকটা দূর করছে।"

লালটু ও লীলকু একসঙ্গে প্রশ্ন কর্ল—"কি জিনিষ সেটা?"

পঙ্কজ উত্তর দিল, "প্রথম যখন আমরা গুহায় প্রবেশ

করি তখন গুহার মুখটা ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু আজ ভোরে যখন ঘুম ভাঙলো, তখন তাকিয়ে দেখি গুহার মুখটা জঙ্গলে আচ্ছন্ন। প্রথমে তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না, এক রাত্রের মধ্যে এ রকম অসম্ভব ব্যাপার ঘটে কি করে? বহু বৎসর যে আমি গুহার মধ্যে নিদ্রামগ্ন ছিলাম—একথা এখন বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে।"

নীলকু বল্লে "তোমাকে দেখে আমার প্রথমেই ধারণা হয়েছিল—তুমি এ যুগের লোক নও"—

লালটু বল্লে, "তোমার এই পোষাকই আজকালকার দিনে অচল,—তারপর তোমার ভাব ভঙ্গী ভাষা সবই যেন আমাদের কাছে কেমন কেমন যেন অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। যা হোক্, তুমি এখন কি কর্‌তে চাও।"

পঙ্কজ বল্লে, "কি আর কর্‌ব,—এই পাঁচশো বছর পরে আত্মীয় স্বজন আর কারুকে দেখবারই আশা রাখিনা, তবে যদি একবার কলকাতায় আমায় পৌঁছে দেন"—

নীলকু তার কথায় বাধা দিয়ে কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করল—"কলকাতা! সে আবার কোন সহর!

উত্তর দিল লালটু—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছিল ছিল, বাংলা দেশের প্রধান সহরের নাম ছিল কলকাতা, কিন্তু সে তো এখন সমুদ্রের তলায়!"

।পটু লীলকুর দিকে তাকিয়ে বল্লে—"দাওতো হে খিদ্দ্রের বোতলটা।"

এ্যাঁ বলে কি! পঙ্কজ চমকে উঠল। তা হলে এখন উপায়?

লালটু বল্লে, "আচ্ছা—এসো তোমাকে আমাদের সঙ্গী করে নিই। আমরা দু'জনে বেরিয়েছি দেশ ভ্রমণ করতে। তুমিও চল আমাদের সঙ্গে। যদিও তুমি আমাদের চেয়ে পাঁচশো বছরের বড়—তবু তোমাকে এখন আমরা সম বয়সী বলেই মনে ক'রে নেব। তুমিও আর আমাদের 'আপনি আপনি' বলে মিছিমিছি অনাত্মীয়ের মত ব্যবহার কোরো না।"

"সবইতো বুঝলাম—কিন্তু তোমরাতো পাখীর মত উড়বে আকাশে ডানা মেলে,—আমি কি তোমাদের পিছনে পিছনে দৌড়াব নাকি!"—পঙ্কজ বল্লে।

"তাও কি সম্ভব নাকি। তোমার জন্য আমরা ডানার ব্যবস্থা করব এক্ষুনি—ভয় পেওনা। এখন তোমার কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার।" এই বলে লালটু নীলকুর দিকে তাকিয়ে বল্লে-"দাওতো হে খিদ্দূরের বোতলটা"।

"সে আবার কি?" পঙ্কজ প্রশ্ন করল।

"খিদ্দূরের মানে হচ্ছে 'ক্ষিধে দূর'। যত সব উৎকৃষ্ট আর উপকারী খাবারের নির্য্যাস দিয়ে তৈরি হয়েছে এই খিদ্দূর। দুই এক ফোঁটা পেটে পড়লেই ক্ষিধে তৃষ্ণা দূর হয়ে যায়।"

বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে পঙ্কজ দু'তিন ফোঁটা তরল নির্য্যাস গলার ভিতর ঢেলে দিল—আর দেখতে দেখতে তার ক্ষিধে তৃষ্ণা সব যেন ফুস্‌মন্তরের চোটে দূর হয়ে গেল।

পাঁচ

লাল্‌টু বল্লে—"ওহে নীল্‌কু,—এখন আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে পঙ্কজের জন্য দুটো ডানার ব্যবস্থা করা। চল ওকে নিয়ে আমরা কালপুংয়ে যাই। সেখান থেকেই দুটো ডানা কিনে নেওয়া যাবে।"

"কালপুং—সে আবার কোন্ সহর?" গভীর কৌতূহলের সঙ্গে পঙ্কজ প্রশ্ন কর্‌ল।

নীল্‌কু বল্লে—"ইতিহাসে জানা যায় আগে ঐ সহরের নাম ছিল কালিম্পং—এখন তার নাম হয়েছে—কালপুং। বাংলাদেশের প্রধান সহর এখন কালপুং।"

লালটু বল্লে—"বাংলাদেশের যে সব সমতল জায়গা ছিল তার বেশীর ভাগই আজকাল সমুদ্রের তলায়,—কাজেই—বাংলা দেশটা সর্‌তে সর্‌তে এখন পাহাড়ের দিকে চলে এসেছে।—এখন আর—"

লালটুর মুখের কথা শেষ হতে না হতে—হঠাৎ পঙ্কজ আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল।

"কী ব্যাপার পঙ্কজ!" লালটু আর নীলকু একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠ্‌ল।

সাম্‌নের ঝোপের দিকে আঙ্গুল নির্দ্দেশ করে পঙ্কজ চাপা গলায় বল্লে "ঐ ছাখো সাক্ষাৎ যমদূত সাম্‌নে দাঁড়িয়ে।"

হাতীর মত বিরাটকায় এক জীব গণ্ডারের মত ধারালো এক শিং বাগিয়ে তাদের দিকে এক পা, এক পা করে এগিয়ে আস্‌ছে লাল-লাল চোখে।

লালটু জীবটার দিকে একবার তাকিয়ে অতি স্বাভাবিক স্বরে নীল্‌কুকে বল্লে "নীল্‌কু—ধূম্রবিষ চালাও।"

নীল্‌কু তার কোমরবন্ধনী থেকে ছোট পিচ্‌কারির মত একটি নল বের করে জানোয়ারটার দিকে তাগ্‌ করে' একটি কল টিপল।

কোনো শব্দ হোলো না, পঙ্কজ তাকিয়ে দেখল ধোঁয়ার মত খানিকটা বাষ্প নল থেকে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল জানোয়ারটার দিকে—তারপরই দেখল সেই প্রকাণ্ড জন্তুটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে,—পরমুহূর্ত্তেই সব শেষ।"

নীল্‌কু হেসে বল্লে "পঙ্কজ আর কোন ভয় নাই,—গজণ্ডারটা একেবারে খতম।"

পঙ্কজতো এই ব্যাপার দেখে একেবারে বোকা বনে গেছে। সে বল্লে "উঃ, গণ্ডারটা দেখতে কি বিকট।"

"উঁহু—গণ্ডার নয় গজণ্ডার। শোনা যায় আগেকার দিনে গজ আর গণ্ডার এই দুই রকম প্রাণী এই পৃথিবীতে বাস করতো,—এখন আর তাদের পাত্তা পাওয়া যায় না। এই দুই জন্তুর সংমিশ্রণে এখন এই গজণ্ডারের উৎপত্তি হয়েছে। গজণ্ডার এখন বনে জঙ্গলে অনেক দেখা যায়।" লালটু বল্লে।

পঙ্কজ বল্লে-"ওঃ, আমি যে ভুলেই যাচ্ছি যে আমি সেকেলে মানুষ। আমার ধারণা পাঁচশো বছর আগের পৃথিবীতেই আমি আছি। পৃথিবীর যে এখন সব বিষয়েই কত পরিবর্ত্তন হয়েছে—তা আমার খেয়াল হচ্ছে না।"

"পরিবর্ত্তন কতটা হয়েছে তা ক্রমেই টের পাবে পঙ্কজ।"

"তোমাদের ডানা, খিদ্দূর, ধূম্বিষ এই সব অদ্ভুত জিনিষ দেখেই কিছু কিছু ধারণা করতে পারছি পরিবর্ত্তনের। আচ্ছা—'খিদ্দূর' তো বুঝলাম—ক্ষিধে দূর করবার আরক—কিন্তু 'ধূম্বিষ' পদার্থটা কি তাতো বুঝতে পারছি না।—অদ্ভুত অস্ত্র তো এটা।"

হাস্‌তে হাস্‌তে লালটু বল্লে,—"ধূম্বিষ জিনিষটা হচ্ছে ধূম আর বিষ—অর্থাৎ ধোঁয়ার সঙ্গে উগ্র বিষ মেশানো,—

এ হচ্ছে অতি আধুনিক মারণ-অস্ত্র। গোপনে শত্রুকে ঘায়েল করতে এর মত অস্ত্র আর দুটি নেই। যত বিকট আর যত ভয়ঙ্কর জীবই হোক্না কেন—ধুম্বিষের কাছে সকলেই হার মানতে বাধ্য হয়।"

নীল্কু বল্লে—"আর এই নির্জ্জন প্রদেশে সময় নষ্ট করে লাভ কি, চল এইবার কাল্পুংয়ের পথে।"

লালটু বল্লে,—"পঙ্কজের জন্য দুটো ডানার ব্যবস্থা আগে আমাদের করতে হবে। চল হে পঙ্কজ কালপুংয়ে যাওয়া যাক্।"

"আমার সঙ্গে কি তোমরা রসিকতা করছ নাকি লালটু, তোমরা তো দিব্বি আকাশে উড়বে পাখীর মত স্বচ্ছন্দগতিতে, আর আমি ?" পঙ্কজ বল্লে।

"তুমিও অবশ্য আমাদের সঙ্গেই যাবে,—তোমাকে ফেলে আমরা যাব না নিশ্চয়।" নীলকু উত্তর দিল।

"বিষ্ণুর বাহন হচ্ছে গরুড় পাখী,—তোমরাও কি গরুড়ের মত আমার বাহন হবে নাকি! অথবা পক্ষীরাজ ...ার পিঠে রাজপুত্রের মত আমাকে পিঠে করে তেপান্তরের ...দিকে নিয়ে যাবার মতলব করছ নাকি রাজকন্যার ...ন।" পঙ্কজ বল্ল।

...টু বল্লে—"পিঠের উপর করে তোমাকে বয়ে নিয়ে

যাওয়া নিরাপদ নয়, কখন কোন্ মুহূর্ত্তে টাল সাম্‌লাতে না পেরে যদি পড়ে যাও—তাহলে শরীর তোমার ছাতুর মত গুঁড়ো হয়ে যাবে।"

"তবে কি ভাবে তোমাদের সঙ্গে যাব ?"

পঙ্কজের প্রশ্ন শুনে লালটু বল্লে,—"সে উপায় আমি ঠিক করেছি। আমাদের সঙ্গে শক্ত দড়ি আছে। সেই দড়ি তোমার কোমরে বেঁধে আমরা দু'জনে তোমাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাব কাল্‌পুংয়ের দিকে।"

"সর্ব্বনাশ !—যদি দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যাই !" আতঙ্কের স্বরে পঙ্কজ প্রশ্ন করল।

"কোনো ভয় নাই তোমার,—এ দড়ি লোহার সরু তার দিয়ে তৈরি,—কাজেই তুমি নির্ভাবনায় থাক্‌তে পার"—নীলটু বল্লে।

এ ছাড়া আর অন্য কীই বা উপায় আছে ?

পঙ্কজ বল্লে—"তোমরা আকাশ পথে দেশ ভ্রমণ না করে—স্থলপথে করলেই তো পার। সেটাতো অনেক নিরাপদ। কখন কোন্ সময় ডানা ছিঁড়ে বিপদ ঘটে ঠিক কি !"

লালটু উত্তর দিল—"তুমি ভুলে যাচ্ছ পঙ্কজ এটা তোমাদের কাল নয়,—এখন আর পারত পক্ষে কেউ মাটি দিয়ে

চলাফেরা করে না।—শূন্যেই এখন লোক চলাচলের ভীড়। শূন্যপথে যাতায়াতের সুবিধা অনেক।—এখানে বাধা কম—আবার গতিবেগও খুব বেশী।”

এই রকম গল্প করতে করতে লালটু আর নীলকু তাদের কোমরবন্ধনীর সঙ্গে লোহার দড়ি আট্‌কে পঙ্কজের কোমরে শক্ত করে বেঁধে দিল তার মাঝখানটা। তারপর ডানা ঝাপ্‌টা দিয়ে উড়লো দু’জনে আকাশের পথে,—সঙ্গে সঙ্গে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে চল্ল পঙ্কজ অনন্ত নীল আকাশের বুকে।

পঙ্কজের একবার মনে পড়ে গেল কথামালার সেই কচ্ছপ ও ঈগলপাখীর গল্পের কথা। তার অবস্থাও আজ যেন সেই কচ্ছপের মত হয়েছে।

ছয়

যেটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, অভাবনীয়—সেটাই আজ অতি স্পষ্ট সত্যে পরিণত হয়েছে। অবিশ্বাস করবার আর জো নাই।

কলিকালে মানুষের আয়ু বড় জোর একশো বছর। একশো বছরের বেশী কারুর আয়ু হলে সেটা হয় যেন একটা

নিয়ম-বিরুদ্ধ ব্যাপার। পঙ্কজ শুনেছিল 'জারো আগা' নামে একটি লোকের কথা। সে বেঁচেছিল ১২৫ বৎসর। তাই নিয়ে খবরের কাগজে কত লেখালেখি,—সারা দেশময় কত হৈ চৈ কাণ্ড। কিন্তু পাঁচশো বছর কারু আয়ু হয়—এটা কে বিশ্বাস করতে পারে! পাঁচশো বছর আগে পঙ্কজের বয়স ছিল প্রায় কুড়ি,—আজ এই সুদীর্ঘ কালের পরও তার বয়স ঠিক তেমনিই আছে। বার্দ্ধক্যের কোনো লক্ষণই তার প্রকাশ পায় নি—উৎসাহের বিন্দুমাত্র ভাটা পড়ে নাই—তিল মাত্র শরীরের শক্তি কমে নাই। অদ্ভুত সন্ন্যাসীর সেই টোট্‌কার গুণ। একটু বেশী পরিমাণে ওষুধ খেয়ে পাঁচ-পাঁচশোটা সুদীর্ঘ বছর এক ঘুমে পার করে দিল!!

এই সব চিন্তা করতে করতে ঝুলন্ত অবস্থায় পঙ্কজ উড়ে চলেছিল অনন্ত শূণ্য পথে। লালটু আর নীলকুর ডানার শন্ শন্ শব্দে যেন মৌনা প্রকৃতির ধ্যান ভেঙে যাচ্ছিল।

লালটু একবার চীৎকার করে বল্লে "কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো পঙ্কজ!"

"না-না,—কষ্ট তো হচ্ছেই না বরং বেশ মজাই লাগ্‌ছে। প্রথমে একটু ভয়-ভয় করছিল,—এখন সে ভয়টা ভেঙে গেছে। ফুরফুরে বাতাসে—ঝল্‌মলে আকাশে উড়তে

যে এত ভালো লাগে তা আমি জান্‌তাম না।"—পঙ্কজ উত্তর দিল।

নীলকু বল্লে,—"নিজে যখন ডানার সাহায্যে উড়তে পারবে তখন লাগবে আরো মজা।—এই আমরা কালমুং-মানচুং লাইনের উপর এসে পড়েছি,—সহরে পৌঁছুতে আর বেশী দেরী নেই আমাদের।"

—"কোথায়, কোনো লাইন টাইনতো চোখে পড়ছে না।" চারিধারে তাকিয়ে পঙ্কজ প্রশ্ন করল।

—"এ লাইন অদৃশ্য—চোখে দেখা যায় না,—শূন্য পথে—" এই পর্য্যন্ত বলেই লালটু রুদ্ধ নিশ্বাসে নীলকুকে বল্লে,—"ডাইনে ঘুরে যাও নীলকু—গাড়ীর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে,—ঝড়ের গতিতে কালপুং মেল ট্রেণ ছুটে আস্‌ছে।"

চোখের নিমেষে দু'জনে ডানদিকে ঘুরে গিয়ে একটু নীচের দিকে নেমে এলো—আর দেখতে দেখতে—শোঁ শোঁ—ধ্বক্ ধ্বক্—ঝক্ ঝক্ অওয়াজ করতে করতে অদ্ভুত আকারের এক লম্বা যাত্রী-বোঝাই ট্রেণ বিদ্যুৎ-বেগে তাদের মাথার উপর দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল।

—"উঃ, খুব বাঁচা গেছে নীলকু!—ভুল করে আমরা মেল-লাইনের উপর এসে পড়েছিলাম।"—লালটু বল্লে।

অদ্ভুত ব্যাপার!—পঙ্কজের তো বিস্ময়ের শেষ নাই।

এত বড় একটা ট্রেণ কি করে' যে অত বেগে শূণ্য পথে ছুটে যেতে পারে—পঙ্কজের সেটা ধারণার অতীত।

লালটু প্রশ্ন করল—"পঙ্কজ, তোমাদের সময় বোধ হয় ট্রেণ মাটির উপর দিয়ে শামুকের গতিতে ছুটে যেত ?"

পঙ্কজ উত্তর দিল, "ঠিক শামুকের গতিতে না গেলেও এ রকম মারাত্মক বেগে আমাদের যুগে কোনো গাড়ীই ছুট্তে পারতো না। এরোপ্লেন আকাশে উড়তো বটে--কিন্তু—"

পঙ্কজের কথায় বাধা দিয়ে নীলকু বল্লে—"এরোপ্লেনও সেকেলে ব্যাপার,—আধুনিক যুগে ওটাকে আমরা ছেলেখেলা বলেই মনে করি। তোমাদের যুগে আকাশে ওড়াটাকে একটা মস্ত বাহাদুরীর ব্যাপার বলে মনে করা হোতো,—কিন্তু আজকাল মানুষের চলাফেরার একমাত্র পথই হচ্ছে এই অনন্ত আকাশ।—মাটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব কমই। দেখ্‌লে তো আমাদের ট্রেণখানা।"

পঙ্কজ বল্লে, "অত বড় ভারি ট্রেণখানা কি করে যে আকাশ পাড়ি দিচ্ছে—তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। ওর ডানা-টানাতো কিছুই আমার চোখে পড়লো না।"

"তুমি খেয়াল করোনি পঙ্কজ"—লালটু বল্লে—"ট্রেণ-খানার চাকার বদলে রয়েছে অগুণতি ছোট ছোট ডানা।

বৈদ্যুতিক কলের সাহায্যে ঐ ডানাগুলিকে চালনা করা হচ্ছে,—আর তাতেই—”

লালটুর কথা শেষ হতে না হতেই পঙ্কজ বলে উঠ্‌ল—“ঐ ছাখো লালটু একদল লোক কি অদ্ভুতভাবে শূন্যের উপর দিয়ে চলেছে। ওরা কি সাইকেল চালাচ্ছে নাকি ?”

“হ্যাঁ—ঠিক বলেছ পঙ্কজ, আমরা প্রায় কালপুংয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি। লোকগুলি সাইকেল চালিয়ে বোধ হয় সহরের দিকেই যাচ্ছে।”—লালটু উত্তর দিল।

—“কী আশ্চর্য্য—সাইকেলগুলো তো ভারি মজার ! চাকার বদলে, সামনে পিছনে চারটে বড় বড় ডানা।—প্যাডেল করছে আর ডানা দুটো শূন্যে দাঁড়ের মত উঠ্‌ে নাম্‌ছে। আরে হো হো—ঐ যে টিং টিং করে ঘণ্টাও বাজাচ্ছে।”—পঙ্কজ হেসে উঠ্‌ল।

“তোমাকে তো আগেই বলেছি—পঙ্কজ, আমাদের চলাফেরার পথই হচ্ছে এখন এই মহাশূন্য। যারা নেহাৎ গরীব—তারাই কেবল মাটিতে চলাফেরা করে।” নীলকু বল্ল।

কিছু দূর থেকে সাঁ সাঁ শব্দ ভেসে আসছিল। পঙ্কজ তাকিয়ে দেখ্‌ল প্রজাপতির মত লাল নীল ডানা উড়িয়ে কারা যেন উড়ে চলেছে গল্পগুজোব করতে করতে।

পঙ্কজ কিছু প্রশ্ন করবার আগেই লালটু বল্ল—“ঐ

ছাখো ছেলে মেয়ের দল স্কুলে চলেছে। আমরা এসে পড়েছি কালপুংয়ে,—ঐ ছাখো নীচে সহর দেখা যাচ্ছে।"

পঙ্কজ তাকিয়ে দেখ্‌ল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব অদ্ভুত ধরণের বাড়ী গিজ্‌ গিজ্‌ করছে নীচে।

যতই তারা নীচে নাম্‌তে লাগল ততই যেন সহরটা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠ্‌তে লাগল পঙ্কজের চোখে। কত গম্বুজ, কত মিনার, কত রং-বেরংয়ের অট্টালিকা,—কত অদ্ভুত কল কব্জা,—কত আজব জিনিষ,—চোখে পড়তে লাগল পঙ্কজের। যেন এক স্বপ্ন পুরী।

শোঁ শোঁ করতে করতে লালটু আর নীলকু পঙ্কজকে নিয়ে নাম্‌লো এসে এক চওড়া ছাদের উপর।

পঙ্কজের কোমরের দড়ি খুলে লালটু বল্লে,—"নীলকু—আমি এখানে পঙ্কজকে নিয়ে বিশ্রাম করি,—তুমি যাও চট্‌ করে পঙ্কজের জন্যে দুটো ভালো ডানা আর এক সেট পোষাক কিনে নিয়ে এসো।—আমাদের আজই বেরুতে হবে আবার দেশ ভ্রমণে।"

সাত

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো নীলকু।—সঙ্গে তার দুটো চমৎকার রূপালী রঙের ডানা, আর একটা অদ্ভূত ফিকে হলদে রঙের পোষাক। এই ধরণের পোষাকই পঙ্কজ এ যুগের লোকজনের গায়ে দেখেছে। ঢিলে পায়জামার সঙ্গে মাল্‌কোচা-আঁটা অদ্ভুত পোষাক, তার সঙ্গে বেনিয়ানের মত হাত-কাটা জামা আঁটা।

লালটু বল্লে, "পর দেখি পঙ্কজ এই আধুনিক যুগের পোষাকটা—তোমার ঐ বিচ্ছ্রী কদাকার জামাটা খুলে ফেলো।"

পঙ্কজ তার মান্ধাতা আমোলের ডোরা-কাটা কোট আর মিলের ধূতিটা ছেড়ে ফেলে নতুন যুগের পোষাকটা গায়ে দিল।

"বাঃ—বেড়ে মানাচ্ছে ভাই পঙ্কজ, কে আর বলবে তোমায় পাঁচশো বছর আগেকার মানুষ। তবে তোমার মুখটায় যেন একটু একটু সেকেলে ভাব রয়েছে। যাক্ কুছ্ পরোয়া নেই—আধুনিক কালের আব্‌হাওয়ায় দুদিনেই তোমার চেহারারও পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে। নাও পরে ফেলো

এইবার ডানা দুটো। দাওতো নীলকু ডানা পরবার কায়দাটা পঙ্কজকে শিখিয়ে।" একসঙ্গে এতগুলি কথা লালটু বলে ফেল্ল।

ডানাদুটো পঙ্কজের দুই হাতের সঙ্গে আটকে দিয়ে, উড়বার কায়দাটা শিখিয়ে নীলকু বল্লে "একটু চেষ্টা কর পঙ্কজ, সহজেই উড়তে পারবে। সাঁতার কাটার চেয়েও সহজ হচ্ছে আকাশে ওড়া।"

বিস্তৃত ছাদের উপর দু'তিনবার চেষ্টা করে পঙ্কজ অতি সহজেই শূন্যে উড়তে সক্ষম হোলো।

পঙ্কজকে উড়তে দেখে হাততালি দিয়ে লালটু বল্লে "সাবাস ভাই পঙ্কজ, এত চট্ করে যে আকাশে উড়তে পারবে আমাদের সেটা ধারণা ছিল। যাক এখন নেমে এস।"

ঈস্, বাধা-বন্ধনহীন ভাবে অনন্ত আকাশের কোলে উড়তে কী মজা। পঙ্কজের আর আনন্দের সীমা নাই। সে অসীম তৃপ্তিভরে অসীম শূন্যে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল,—তার যেন আর নামতে ইচ্ছাই করছিল না। ওঃ কী মজা, কী মজা।

নীলকু বল্লে "পঙ্কজ, আকাশে ভ্রমণ করবার আগেই যে তুমি উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে গেছ। নেমে এসো-এখন। কিছু

খাওয়া দাওয়া সেরে আমাদের দেশ ভ্রমণে বেরুতে হবে। তখন দেখবে আরো কত আনন্দ।”

সুদূর আকাশে গাংচিলের মত ঘুরপাক খেতে খেতে পঙ্কজ নেমে এলো ছাদের উপর।

লালটু আর নীলকু দু’জনেই মস্ত ধনীর ছেলে। দু’জনেই অন্তরঙ্গ বন্ধু। অগাধ সম্পত্তির মালিক তারা। তাদের একমাত্র খেয়াল হচ্ছে দেশ ভ্রমণ করা, নতুন নতুন, দেশ আবিষ্কার করা, অদ্ভুত সব জিনিষপত্র সংগ্রহ করা।

উড়ন্ত ট্রেণে আর উড়ুক্কু সাইকেলে তারা সমস্ত পৃথিবা ভ্রমণ করেছে, এবার তাদের খেয়াল ধরেছে ডানায় ভর করে পাখীর মত দেশ ভ্রমণ করবে।

আধুনিক যুগে ডানায় ভর করে ওড়ারও যথেষ্ট রেওয়াজ। তবে খুব বেশী দূরে যেতে কেউ ডানার সাহায্য গ্রহণ করে না। ট্রেণে করেই যায়।

লালটু আর নীলকু অসম দুঃসাহসী। সাধারণে যা করতে ভয় পায়, যে জিনিষকে বিপজ্জনক মনে করে, এই দুইবন্ধু হাস্‌তে হাস্‌তে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই বিপদ সমুদ্রের মধ্যে। তাদের বাধা দেবে এমন সাহস কারু নাই।

পঙ্কজ নেমে আসতেই লাল্‌টু বল্লে—“কেমন, পারবে তো আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে ?”

আমার তো মনে হচ্ছে পারব। প্রথমে যে ভয় আমার হয়েছিল,—কাজটাকে প্রথমটা যে রকম কঠিন ভেবেছিলাম, এখন দেখছি ব্যাপারটা অত দুরূহ নয়। বোধ হয় বেশ স্বচ্ছন্দেই আমি আকাশে উড়তে পারব।” পঙ্কজ উত্তর দিল।

“তবে আর দেরী করে কাজ নাই, এস খাওয়া দাওয়া সেরে নেওয়া যাক। তোমার জন্যে একটা ধূম্বিষও নেওয়া দরকার, আর এক বোতল খিদ্দূরও কিনে নিতে হবে।”

পঙ্কজ বল্লে “দেশ ভ্রমণে যাওয়ার আগে আমার ইচ্ছা, কালপুং সহরটা একবার ভালো করে দেখেনিই। এ যুগের সহর সম্বন্ধে আমার কোনই ধারণা নেই।”

—“সে কথা মন্দ নয় পঙ্কজ। আধুনিক যুগের রাজধানী সম্বন্ধে তোমার একটা মোটামুটি ধারণা হওয়া দরকার, ঐ, ঐ দ্যাখো আর একখানি ট্রেণ ছুটে চলেছে ষ্টেশনের দিকে আমাদের মাথার উপর দিয়ে।” এই বলে নীলকু উপরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো।

পঙ্কজ দেখলো, ঠিক তাদের মাথার উপর দিয়ে শোঁ শোঁ করে অতি বেগে ছুটে চলেছে একটা ভীমকায় অজগরের মত রেলগাড়ী। পঙ্কজ ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলো—গাড়ীর দুধারে চাকার সারির বদলে আছে ছোট ছোট ডানা, আর সেগুলি ভয়ঙ্কর বেগে কাঁপছে।

"গাড়ীর ইঞ্জিনটাও অতি অদ্ভুত, সামনের দিকটা ছুচলো মাছের মুখের মত। ধোঁওয়া টোওয়া কিছুই নজরে পড়ছে না কিন্তু, পঙ্কজ আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে।

"ধোঁওয়া উড়বে কি বোকন্দর, একি আর সেকেলে ইঞ্জিনের মত কয়লার বয়লারে চলে?" নীলকুর কথায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে পঙ্কজ বল্লে "তবে বুঝি বৈদ্যুতিক শক্তিতে ইঞ্জিন চলছে।"

বিদ্রূপের হাসি হেসে লালটু উত্তর দিল —"উঁহু সেটাও সেকেলে ব্যাপার। আজকালকার ইঞ্জিন চলে সূর্য্যের শক্তি প্রবাহে।"

কথাটা পঙ্কজ ঠিক বুঝতে পারলো না। লালটু আবার বল্ল—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলে না বোধ হয় পঙ্কজ। রোসো আর একটু খুলে বলি। অসীম শক্তিশালী সূর্য্যের কিরণ থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শক্তি সংগ্রহ করে তারই সাহায্যে আজকাল কল কারখানা, ইঞ্জিন এই সব চালানো হয়

পঙ্কজ এইবার যেন কিছুটা বুঝতে পারল

আট

যে ছাদের উপর তারা নেমেছিল, সেটা সহরের একটা মস্ত হোটেলের ছাদ। বাড়ীখানা প্রায় দেড়শোতলা উঁচু।

লাল্‌টু নীলকু পঙ্কজকে নিয়ে ছাদের সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালো। এর আগেই তারা তাদের ডানাগুলো খুলে ভাঁজে ভাঁজে মুড়ে ছোট করে নিয়েছিল। এখন সেগুলিকে দেখে আর ডানা বলে চিনবার জো নাই, যেন ছোট ছোট কয়েকখানা জাপানী হাত-পাখা।

সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে পঙ্কজ বল্ল "এই সোজা সিঁড়ি দিয়ে আমাদের নামতে হবে নাকি? লিফ্‌টের কোন ব্যবস্থা নাই বুঝি?"

লাল্‌টু মুখে কোন কথা না বলে নীলকুকে কি যেন একটা ইসারা করল। নীলকু পাশের দেয়ালে হাত দিয়ে একটা সুইচ্‌ দিল টিপে।

সর্ব্বনাশ! এখুনি পঙ্কজ মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেছিল আর কি! তাড়াতাড়ি হাতের সামনের একটা রেলিং ধরে ফেলায় সে কোন রকমে টাল সামলে গেল।

শোঁ শোঁ করে তাদের সিঁড়িটা কাঁপতে কাঁপতে নীচের

দিকে নেমে চলেছে। পঙ্কজের চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠেছে এই ব্যাপার দেখে! এ যে বড় তাজ্জব ব্যাপার!!

লাল্টু বল্লে "আজকাল আর লিফ্টের চলন নেই, এই ভাবেই সিঁড়িগুলি ওঠানামা করে।"

কিছুটা নামতেই নীলকু আবার একঠা 'সুইচ' দিল টিপে। গতিশীল সিড়িটার বেগ ধীরে ধীরে কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল।

সামনেই প্রকাণ্ড একটি হল। পর্দ্দা টেনে ভিতরে ঢুকে পঙ্কজ দেখল, ঘরের মধ্যে সারি সারি টেবিল, চেয়ার সাজানো, আর সেই সব চেয়ারে বসে দলে দলে লোক খাওয়া দাওয়া করছে। পুরুষ মেয়ে সব রকম লোকই আছে এই দলের মধ্যে।

ঘরে ঢুকে পঙ্কজ বল্ল "কি আশ্চর্য্য লালটু, এতগুলি লোক ঘরে বসে খাওয়া দাওয়া করছে অথচ কারুর মুখে একটিও কথা নাই, সব চুপচাপ। এতো বড় অদ্ভুত কাণ্ড।

হাস্তে হাস্তে নীলকু বল্লে "লক্ষ্য করে দ্যাখো পঙ্কজ সকলেই কথাবার্ত্তা বলছে, ঐ দ্যাখো পাশের টেবিলটায় তুজন লোক কি রকম হাত নেড়ে তর্ক লাগিয়েছে।"

পঙ্কজ তাদের দিকে তাকিয়ে বল্ল—"বড় অদ্ভুত ব্যাপার

তো, ওদের হাতও নড়ছে মুখও নড়ছে, অথচ কথা শুনতে পাচ্ছিনা কেন ?

লালটু উপরে দেওয়ালের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্ল "ঐ দ্যাখো পঙ্কজ, দেওয়ালের ফাঁকে একটি চাকা প্রবল বেগে ঘুরছে।"

পঙ্কজ তাকিয়ে দেখল বাস্তবিকই টেবিলফ্যানের মত একটি জিনিষ বোঁ বোঁ করে অনবরত ঘুরে চলেছে দেওয়ালের ফাঁকে।

"জিনিষটা কি ?" অসীম কৌতূহলে পঙ্কজ প্রশ্ন করল।

"ওই কলের সাহায্যে ঘরের সমস্ত শব্দকে টেনে বাইরে বের করে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই ঘরের মধ্যে আর গোলমাল হট্টগোল হবার উপায় নাই। শুধু খুব কাছে থাকলে পরস্পরের কথা ক্ষীণ স্বরে শোনা যায়। যেমন আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ। লালটু বল্লে।

বাস্তবিকই এটা পঙ্কজ লক্ষ্য করেছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকে তাদের গলার আওয়াজ যেন অনেক কোমল, অনেক ক্ষীন হয়ে গেছল।

এস—এই খালি চেয়ারগুলিতে বসা যাক পঙ্কজ, বড় ক্ষিধে পেয়েছে।" এই বলে নীলকু টেবিলের উপর একটি

চেয়ার দখল করে বস্‌ল, লালটু আর পঙ্কজও তার অনুসরণ করল।

"কি খাবে পঙ্কজ।" লালটু প্রশ্ন করল।

"আধুনিক যুগের কোন খাবারের সঙ্গেই আমার পরিচয় নাই, সহজেই আমার কোন কথা না বলাই ভালো, কই, বেয়ারা টেয়ারাতো দেখছি না কারুকেই?" পঙ্কজ চারিধারে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

পঙ্কজের প্রশ্নের উত্তর কেহই আর দিল না। লালটু পকেট থেকে চক্‌চকে কয়েকটা টাকা বের করে টেবিলের ধারে ডাক্‌বাক্সের মত একটা টিনের চোঙ্গায় ফেলে দিল। বাক্সের গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট গোল গোল সব টিনের চাক্‌তি আঁটা। সেই সব চাক্‌তিতে যেন আবার কি সব লেখা।

নীলকু সেই চাক্‌তির লেখাগুলি পড়ে পড়ে একটি একটি করে বোতাম টিপতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে প্লেটে ভর্ত্তি ভর্ত্তি সব অদ্ভুত আকারের আজব রঙের খাবার এসে টেবিলের ধারে হাজীর হতে লাগল।

আরে—এ যে ভূতুড়ে ব্যাপার দেখছি! পঙ্কজের বুদ্ধি-শুদ্ধি যেন লোপ পাবার যোগাড়।

"এ সব খাবারের নাম কি! গভীর বিস্ময়ে পঙ্কজ জিজ্ঞাসা করল।

একটি একটি করে প্লেট আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে লালটু বল্লে এগুলো হচ্ছে সংকেক, সন্দেশ আর কেক একসঙ্গে মিশানো। এগুলো হচ্ছে মালাইডিং, মালাই আর পুডিং এক সঙ্গে। এগুলির নাম চপশিং, অর্থাৎ চপ আর শিঙ্গাড়ার সমঞ্জয়ে এই খাবারের সৃষ্টি, এগুলো রসোলাড্ডু। নাম শুনে নিশ্চয় বুঝতে পারছ, রসগোল্লা আর লাড্ডু এই দুইটি খাবার জড়াজড়ি করে আছে ; নাও হে, আর দেরী করে কাজ নেই, বেলা অনেক হয়েছে।

এই বলে লালটু টপাটপ্ খাবারগুলো মুখে পুরতে লাগল ; নীলকু এর আগেই আরম্ভ করে' দিয়েছে। তাদের দেখা-দেখি পঙ্কজও সুরু করে দিল আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে।

এত বড় একটা মস্ত হলঘরে এতগুলো লোক একসঙ্গে বসে খাচ্ছে,—গল্প গুজোব করছে, তর্কাতর্কি করছে,—কিন্তু হৈ চৈ গোলমাল হচ্ছে না এতটুকু।

একদল লোক বেরিয়ে গেল,—আবার একদল লোক ঢুকলো। প্রজাপতির মত রং-বেরংএর পোষাক পরা একদল মেয়ে এসে পঙ্কজদের সামনের খালি চেয়ারগুলো দখল করে বসল।—মেয়েদের পোষাকগুলি দেখতে প্রায় পুরুষদের মতই, তবে উপরের দিকে বেনিয়ানের সঙ্গে ওড়নার মত সব রঙিন কাপড় সেলাই করা।

লালটু বল্লে—"বুঝলে পঙ্কজ, আধুনিক যুগে সেকালের মত কেউ বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা করে না। খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা হয় হোটেলে। এ হলো বড় লোকদের হোটেল। গরীবদের অন্য হোটেলের ব্যবস্থা আছে।

নয়

খাওয়া দাওয়া শেষ করে তিনজনে এসে হাজির হোলো আর একটি ঘরের সামনে। এটি একটি মস্ত দোকানঘর, হোটেলের প্রায় পঞ্চাশ তলায় এই ঘরখানি অবস্থিত।

লালটু বল্লে—"সহর দেখতে হলে ডানার সাহায্যে আকাশে উড়লে আমাদের চলবে না।"

পঙ্কজ বল্লে—বেশ তো, হেঁটেই সহরটা ঘুরে ফিরে দেখা যাবে—হাঁটতে যদি একান্ত কষ্ট হয় তবে ট্রাম, মোটর—"

নীলকু তাকে বাধা দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—"মনে রেখো পঙ্কজ, এটা তোমাদের যুগ নয়। এখন আর মাটিতে চলা ফেরা করার বিশেষ সুবিধা নাই। সব গাড়ীই এখন শূন্য পথে চলে।"

"ওঃ, সত্যিই মাঝে মাঝে আমি ভুলে যাই যে পাঁচশো বছর আগেকার মানুষ আমি।" পঙ্কজ অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে।

লালটু বল্লে—"তিনখানা সাইকেল ভাড়া করতে হবে একদিনের জন্যে। এই দোকানেই পাওয়া যাবে।" এই বলে পকেট থেকে টাকা বের করে নীলকুর হাতে দিয়ে লালটু বল্লে "যাওতো নীলকু তিনখানা ভালো দেখে উড়ুক্কু সাইকেল ভাড়া করে নিয়ে এসো।"

টাকা নিয়ে নীলকু দোকানঘরে ঢুকতেই লালটু বল্লে "তুমি একটু এখানে অপেক্ষা কর পঙ্কজ, খাবার ঘরে আমি একটা জিনিষ ফেলে এসেছি, চট করে নিয়ে আসি।" এই বলে লালটু সেই চলন্ত সিঁড়িতে চড়ে উপরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আধুনিক যুগের সব কাণ্ড কারখানা দেখে পঙ্কজের তো মাথা গুলিয়ে যাবার জোগাড়। এ যেন আজব দেশের স্বপ্নপুরী।

বারান্দার পাশে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে পঙ্কজ এই সব কথা ভাবছে হঠাৎ এ কি ব্যাপার। সাঁড়াশির মত দুটো লোহার দাঁড়া দুদিক থেকে তাকে জড়িয়ে ধরে অকস্মাৎ শূন্যে টেনে তুলতে লাগল। পঙ্কজের সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল; নীচের দিকে তাকিয়ে তার মাথা ঘুরে উঠল।

শূন্যে ঐ অসহায় অবস্থায় ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে পঙ্কজ গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে লাগল "লালটু, নীলকু !!" কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পঙ্কজের গলার উচ্চস্বর অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট ভাবে শোনা যেতে লাগ্‌ল। পঙ্কজ বুঝল, এই হোটেলের সর্ব্বত্রই গোলমাল দূর করবার কল বসানো আছে। তাই তার চীৎকার কেউ শুনতে পাচ্ছে না, তাকে সাহায্য করতেও কেউ আস্‌ছে না।

সাঁড়াশী কলটি তাকে আঁকড়ে ধরে আস্তে আস্তে ঘুরে একটি খোলা জানালার ধারে নিয়ে গেল। একবার নীচের দিকে তাকিয়ে পঙ্কজ শিউরে উঠল, এখান থেকে কলটি যদি তাকে ছেড়ে দেয় তা হলে তার শরীর ছাতুর মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।

পঙ্কজের মনের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা সহজ নয়। সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হোলো, হায়, এ সময় যদি তার ডানা দুটো পিঠে বাঁধা থাক্‌তো !

হঠাৎ আবার একি হোলো ! পঙ্কজের যেন মনে হোলো কলটি আবার ঘুরে বারান্দাটার দিকে চলেছে, আর ধীরে ধীরে সেও নীচে নামছে।

পঙ্কজ দেখল, বারান্দার এক পাশে দাঁড়িয়ে লালটু

প্রাণপণে একটা স্যুইচ্ টিপছে, আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে

আস্তে আস্তে কলটি পঙ্কজকে আবার বারান্দায় নামিয়ে দিল, পঙ্কজ হুমড়ি খেয়ে বারান্দার উপর পড়ে গেল।

—"সর্ব্বনাশ, করেছিলে কি পঙ্কজ।" ভাগ্যিস্ আমরা এসে পড়েছিলাম ঠিক সময়ে।" লালটু সভয়ে বল্লে।

"আমি তো কিছু করিনি ভাই, তোমরা চলে যাবার পর শুধু এই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের অপেক্ষা করছিলাম, এমন সময় এই যন্ত্রদানব আমাকে আঁক্‌ড়ে ধরে আছাড় মারবার মতলব করেছিল।" পঙ্কজ ধরা গলায় বল্ল।

"তুমি এই স্যুইচ টেপনি?" নীলকু প্রশ্ন করল।

"উঁহু, কোনো স্যুইচে আমি হাত দেই নাই।" পঙ্কজ উত্তর দিল।

"আমি বুঝতে পেরেছি পঙ্কজ, তুমি যখন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলে তোমার পিঠের ভারে স্যুইচটায় চাপ পড়েছিল, তাই এই কাণ্ড।" লালটু বল্লে।

"ওঃ, কী মারাত্মক যন্ত্র এটা!" পঙ্কজের গলার স্বর তখনো স্বাভাবিক হয় নাই।

—এটা হচ্ছে ভারি জিনিষপত্তর টেনে তুলবার যন্ত্র। এই 'স্যুইচ' টিপে এই কলটাকে চালানো হয়। তোমার

পিঠের চাপে কলটা তার কাজ সুরু করে দিয়েছিল।" লালটু বল্ল।

—"আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি! একেবারে—"

তার কথায় বাধা দিয়ে নীলকু বল্লে—"কোথাও লাগে নাইতো; ঈস্, এই যে হাঁটুর কাছটা একটু ছড়ে গেছে। দাঁড়াও আমি দিচ্ছি ওষুধ লাগিয়ে।" এই বলে নীলকু তার কোমর-বন্ধনীর ব্যাগ থেকে ছোট একটা নীল শিশি খুলে দু-ফোঁটা লাল আরক তার পায়ের কাটা স্থানে ঢেলে দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে পঙ্কজের ব্যথা বেদনা সব কমে গেল।

লালটু বল্লে আধুনিক যুগের এটা একটা অদ্ভুত আবিষ্কার। এই ওষুধে সমস্ত রোগ সারানো যায়। এর নাম হচ্ছে "ব্যাদ্দূর" অর্থাৎ সমস্ত ব্যাধি দূর হয়। সব সময়েই এই ওষুধ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

"আর দেরী করে কাজ কি লালটু, সাইকেলগুলি আমি ছাদের উপর রেখে এসেছি, ওখান থেকেই আমাদের রওনা হওয়া যাক। পঙ্কজকে সহরটা আজ ভালো করে দেখিয়ে কাল ভোরেই আমরা দেশ হতে বের হব।"

নীলকুর কথা শুনে লালটু বল্লে—"চলহে পঙ্কজ এখন রওনা হওয়া যাক। ডানাওলা সাইকেল চালানো খুব সোজা। তোমার একটুও ঘাবড়াবার দরকার নাই।

দশ

শূন্য পথে তিনজনে সাইকেল চালিয়ে চলেছে পাশাপাশি।

পঙ্কজের খুব আরাম লাগছে সাইকেল চালাতে। পা দিয়ে প্যাডেল ঘুরছে আর সামনে পিছনে দু জোড়া মাঝারি গোছের পাখা দাঁড়ের মত বাতাসে উঠছে নামছে। সাইকেল উড়ে চলেছে শোঁ শোঁ করে ফুরফুরে হাওয়ায়।

"ওটা কি লালটু, ভয়ঙ্কর ভাবে জ্বলছে ঐ মাঠের ধারে; আগুণ লাগলো নাকি কোথাও?" চমকে উঠে পঙ্কজ প্রশ্ন করল।

"ওটা আগুন নয় পঙ্কজ, ঐ ছাখো মস্ত এক আয়নার চোঙ্গায় সূর্য্যের আলো এসে প্রতিফলিত হচ্ছে। তাতেই চারিধারে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লালটু বল্লে।

চোঙ্গাটার খুব কাছে তারা এসে পড়েছিল।

পঙ্কজ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল "ব্যাপারটা আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না লালটু, রোদের তেজে চোখ যেন ঝলসে উঠছে। কী জিনিষ এটা।"

এইবার নীলকু উত্তর দিল "এই যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যের

শক্তি সঞ্চয় করা হচ্ছে। আমাদের আধুনিক যুগের কল কব্জা প্রভৃতি সব এই শক্তির সাহায্যে চালিত হয়।"

আকাশ পথে অসংখ্য রকমের গাড়ী উড়ে চলেছে এদিকে ওদিকে অদ্ভুত সব শব্দ করে। একটা গাড়ী প্রায় পঙ্কজের ঘাড়ের উপর এসে পড়েছিল আর কি! পঙ্কজ তাড়াতাড়ি সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে এক পাশ কাটিয়ে যেতে সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল।

—"কি গাড়ী ভাই ওটা, এক্ষুণি ঘাড়ের উপর পড়েছিল আর কি!" পঙ্কজ রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশ্ন করল।

"উড়ুক্কু মোটর" একসঙ্গে লালটু আর নীলকু উত্তর দিল।

—"ছাখো ছাখো লালটু একটা ভয়ঙ্কর দানবের মত মূর্ত্তি শূন্য পথে দাঁড়িয়ে কি অদ্ভূত ভাবে হাত নাড়ছে—আমি যাব না ওদিকে।" সাইকেলের গতি থামিয়ে সভয়ে পঙ্কজ বল্ল।

"ভয় নাই পঙ্কজ, ও দানব নয়, একটা যন্ত্র বিশেষ। নানা রকম ইঙ্গিত করে ও গাড়ীগুলিকে ঠিক পথে চলাবার নির্দ্দেশ দেয়—না হলে গাড়ীতে গাড়ীতে ঠোকাঠুকি লেগে দুর্ঘটনা ঘটবে প্রতি মুহূর্ত্তে। দেখছো না আকাশপথে গাড়ী গুলো কি ভয়ঙ্কর ভাবে ছুটছে।" লালটু বল্লে।

"ঐ ছাখো আমাদের কালপুং রেল ষ্টেশনের চূড়ো দেখা

যাচ্ছে,—ঐ যে একখানা গাড়া বিদ্যুৎবেগে ছুটে বেরিয়ে আসছে ষ্টেশন থেকে—”

নীলকুর কথায় বাধা দিয়ে লালটু বল্লে “ঐ ছাখো পঙ্কজ, তোমার যন্ত্রদানবটা সব গাড়ীগুলিকে ইঙ্গিত করে থামিয়ে দিয়েছে, ট্রেণটা ওখান দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে।”

পঙ্কজ দেখল আকাশপথে অপূর্ব্ব সুশৃঙ্খলায় সবাই চলা ফেরা করছে, কোনো রকম দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নাই।

—“সরে যাও পঙ্কজ—ঐ ছাখো একখানা মোটর আসছে এদিকে লাল নিশান উড়িয়ে—“এই বলে নীলকু তার সাইকেল ঘুরিয়ে একপাশে সরে গেল—লালটু আর পঙ্কজও তাকে অনুসরণ করল।

কী ব্যাপার লালটু! গভীর বিস্ময়ে পঙ্কজ প্রশ্ন করল।

“ঐ ছাখো মোটরের পিছনে একটি ছেলে ডানা উড়িয়ে আসছে—তিন দিন থেকে ও এই ভাবে উড়ছে। এক সপ্তাহ এই ভাবে উড়ে ও পৃথিবীর ‘রেকর্ড ব্রেক্’ করবে।” লালটু বল্লে।

পঙ্কজদের যুগেও এই রকম হুজুগ ছিল। সাঁতার কেটে, সাইকেল চালিয়ে, এরোপ্লেন চালিয়ে তাদের যুগেও অনেকে ‘রেকর্ড ব্রেক’ করেছে। কাজেই এর ভিতর পঙ্কজ বিস্ময়ের কিছু পেল না।

"নীচে ও কিসের ভীড় লালটু।" পঙ্কজ নীচের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

"কোনো বাড়ীর ছাদে একদল লোক ফুটবল খেলা দেখছে।" লালটু উত্তর দিল।

"ছাদের উপর ফুটবল খেলা কি রকম?" কৌতূহলের সঙ্গে পঙ্কজ প্রশ্ন করল।

ঐ ছ্যাখো ছাদের এক কোণে একটা পর্দ্দা টানানো। উত্তর মেরুতে যে খেলা হচ্ছে তারই জীবন্ত ছবি ফুটে উঠছে ঐ পর্দ্দার গায়ে; এমন কি খেলোয়াড়দের কথাও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে সুস্পষ্ট ভাবে। লালটু বল্লে।

তাজ্জব ব্যাপার !!

পঙ্কজ আবার প্রশ্ন করল "আধুনিক যুগে বায়স্কোপের রেওয়াজ নাই।"

"থাকবে না কেন—তবে বড় একটা কেউ সেখানে যায় না। পৃথিবীর যেখানেই ভালো নাচ গান কি থিয়েটার হোক না কেন, আজকাল ঘরে বসেই তা পুরোপুরি ভাবে উপভোগ করা যায়। যেন চোখের সামনেই সব ঘটছে।" নীলকু উত্তর দিল।

ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে পঙ্কজ হায়রাণ হয়ে পড়েছে। মিউজিয়মের অদ্ভুত সব, মৃত জীবজন্তুর মূর্ত্তি, চিড়িয়াখানার

আজব সব জীবন্ত আধুনিক জানোয়ার, চিত্র শালায় ও লাইব্রেরীতে আধুনিক উন্নত শিল্প ও সাহিত্য—এই সবের পরিচয় পেয়ে পঙ্কজের মাথা ঘুরে গেছে।—কোথাকার দুনিয়া গড়াতে গড়াতে এসে কোথায় দাঁড়িয়েছে !!

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—কিন্তু সারা সহরে এখনো রোদ ঝল্‌মল্‌ করছে।

পঙ্কজ বিস্মিত হয়ে বল্ল—"সূর্য্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু এখনো এই রোদ আস্‌ছে কোথা থেকে ?

লালটু বল্লে "সারাদিনের রোদ সঞ্চয় করা থাকে যন্ত্রের সাহায্যে, কাজেই—দিনে, রাত্রে, বাদলায়, দুর্য্যোগে কখনো আমাদের রোদের অভাব হয় না। রাত্রে আমাদের অন্য কোনো বাতি জ্বালাবার প্রয়োজন হয় না,- দিনের মত ঝলমল্‌ করে সারারাত! তবে ইচ্ছা মত এই রোদের আলোক বাড়ানো কমানো যায়।"

নীল্‌কু বল্লে "সহরটাতো মোটামুটি এক রকম দেখা হোলো, এখন চল গিয়ে বিশ্রাম করা যাক্‌।"

লাল্‌টু বল্লে "এখন বাস্তবিকই বিশ্রামের প্রয়োজন. কাল ভোরেই আবার দেশ ভ্রমণে বেরুতে হবে তো।"

ঝুলন্ত অবস্থায় পঙ্কজ উড়ে চলো অনন্ত শূন্য পথে।

...পৃষ্ঠা ২৪

এগারো

অসীম উদার আকাশে তিনটি পাখী উড়ে চলেছে আপন মনে। কিন্তু যদি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখা যায় তবে বোঝা যাবে ওরা পাখী নয়—ডানা-ওলা মানুষ। তোমরা বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছ, ওই মানুষ তিনজন কারা ? লাল্‌টু, নীলকু আর পঙ্কজ।

সবেমাত্র সূয্যিমামা পূব-দিগন্তের কোনে উঁকি মেরেছেন, লালটুদের রূপালী ডানায় সোনালী রোদ ঝল্‌মল্‌ ঝিল্‌মিল্‌ করছে। মনের আনন্দে লালটু গান ধরেছে উড়তে উড়তে,—

"সোনালী-আলোকে
শোনালি কে গান সকালে,
কে রে হাসে ঐ
সোনালীয়া টিপ্‌ কপালে !"

ঝুরঝুরে বাতাসে লালটুর গান দূরে দূরে ভেসে যাচ্ছিল। গানের সুর পঙ্কজের কানে অতি অপরূপ শোনাচ্ছিল।

সহর ছাড়িয়ে তারা অনেক দূরে চলে এসেছে। চলেছে তারা দক্ষিণদিকে।

—"নীচের দিকে তাকিয়ে ছাখো পঙ্কজ, চিন্‌তে পারো কিছু ?" গান থামিয়ে লালটু প্রশ্ন করল।

—"নীচে যে অসীম জলরাশি থৈ থৈ করছে, সমুদ্রের ধারে আমরা এসে পড়েছি বোধ হয়।" পঙ্কজ উত্তর করল।

—"হ্যাঁ, এখন এটা সমুদ্রেরই একটা অংশ,—আগে তোমাদের বাংলাদেশের প্রধান সহর কলকাতা ছিল ঠিক এই জায়গায়,—ঐ ছাখো, এখনো জায়গায় জায়গায় তার কিছু কিছু ধ্বংশাবশেষ বিদ্যমান।" লালটু বল্লে।

পঙ্কজ তাকিয়ে দেখ্‌ল, সমুদ্রের ধারে জলের মধ্যে—জায়গায় জায়গায় দু' চারটা উঁচু চূড়ো দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে।

—"ঐ ছাখো তোমাদের মনুমেণ্টের চূড়ো, হাইকোর্টের ছাদ্‌, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গম্বুজ,—এখনো অতীতের সাক্ষীরূপে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। কখন যে এরাও চিরকালের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে কিছু ঠিক নাই।"

নীলকুর এই কথার উত্তরে পঙ্কজ কি জানি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ব্যাকুল আর্ত্তনাদ করে উঠল সে। তার এক হাতের ডানাটা কেমন করে জানি খুলে হাওয়ায় ভেসে ভেসে নীচের দিকে পড়তে আরম্ভ করল।

এই দৃশ্য দেখে লালটু আর নীলকু তাড়াতাড়ি পঙ্কজকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো, কিন্তু তাদের সাহায্য পাবার আগেই নীলকু সবেগে ও সশব্দে নীচের অতল সমুদ্রের জলে পড়ে গেল।

বিদ্যুৎবেগে নীচে নেমে এসে লালটু চীৎকার করে বল্লে "সামনের ঐ মনুমেণ্টের চূড়োটা ধরে ফেলো পঙ্কজ যদি বাঁচতে চাও, নইলে এই অসীম সমুদ্রে তুমি একেবারে তলিয়ে যাবে, তোমাকে আর উদ্ধার করা যাবে না।"

পঙ্কজকে এইভাবে সাবধান করে দেবার আগেই সে মনুমেণ্টের চূড়োটা আঁকড়ে ধরে ফেলেছিল। লালটুর কথা শুনে সে চীৎকার করে বল্ল—"লালটু, শীগ্‌গির এদিকে এগিয়ে এসো, আমাকে কে যেন জড়িয়ে ধরেছে প্রাণপণে।"

যে ডানাটা পঙ্কজের হাত থেকে খুলে গেছিল, সেটাকে উদ্ধার করে এনে নীলকু বল্লে "আর কোনো ভয় নাই, ডানাটাকে পাওয়া গেছে অতি সহজেই। জলের উপর ভেসে ভেসে চলেছিল।"

নীলকুর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে লালটু বল্লে "ঐ শোনো নীলকু পঙ্কজের চীৎকার ও যেন আবার কোন বিপদের মুখে পড়েছে। শীগ্‌গির চল ওর কাছে।"

দু'জনে ভাসতে ভাসতে মনুমেণ্টের চূড়োর কাছে এসে হাজির হোলো। পঙ্কজ তখন প্রাণের দায়ে আকুল হয়ে আর্ত্তনাদ করছে।

—"সর্ব্বনাশ নীলকু, পঙ্কজকে একটা মস্ত সামুদ্রিক সাপে জড়িয়ে ধরেছে।" , ভয়ার্ত্ত স্বরে লালটু বল্লে।

"চালাব ধূম্বিষ ?" নীলকু প্রশ্ন করল।

"দাঁড়াও, অত চট্ করে ধূম্বিষ চালাতে যেওনা, তা হলে পঙ্কজের গায়ে লাগতে পারে। দেখছ না কি রকম আষ্টে-পৃষ্ঠে ওকে জড়িয়ে ধরেছে জন্তুটা।" লালটু বলে উঠল।

"তবে এখন উপায় !" নীলকু প্রশ্ন করল।

"চল আমরা আর একটু কাছে এগিয়ে যাই, সাপটার খুব কাছে গিয়ে ওর গায়ে এই খোলা ডানাখানা দিয়ে জোরে আঘাত কর, যেই ও আমাদের দেখবার জন্য মুখ বাড়াবে সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর টুঁটি লক্ষ্য করে ধূম্বিষ চালাবো। এ ছাড়া আর অন্য উপায় আমি দেখছি না।"

লালটুর পবামর্শ মত নীলকু সাপটার খুব কাছে এগিয়ে গেল, তারপর পঙ্কজের সেই খোলা-ডানাখানা নিয়ে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগ্ল সাপটার শরীরে।

আচম্বিতে এই রকম আক্রান্ত হয়ে সেই রাক্ষুসে সাপটা ভীষণ রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করে' ঘোলা ঘোলা চোখে যেই গলা বের' করে আক্রমণকারীর দিকে তাকিয়েছে—চোখের' নিমেষে তার গলা লক্ষ্য করে চালালো লালটু তার হাতের 'ধূম্বিষ'। অব্যর্থ লক্ষ্য—।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই সাপটার প্রকাণ্ড শরীরটা প্রচণ্ড ভাবে একবার কেঁপে উঠ্ল,—তারপর পঙ্কজকে ছেড়ে

দিয়ে অতি ভয়ঙ্কর এক লাফ্ দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"ঐ ছাখো লালটু,—সাপ্টার মৃতদেহ—ঐ যে ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলেছে,—একেবারে দফা শেষ।" আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নীলকু বল্ল।—

বরাতজোরে পঙ্কজ আজ রক্ষা পেয়ে গেছে। ভাগ্যিস্ আধুনিক অস্ত্র ধূম্বিষ লালটুদের সঙ্গে ছিল। না হলে এই মারাত্মক রাক্ষসটাকে ঘায়েল করে পঙ্কজকে উদ্ধার করা সহজ হোত না।

মনুমেণ্টের চূড়োর যে অংশটুকু সমুদ্রের উপর জেগেছিল, তার চারধারে ছিল ছোট একটা গোল বারান্দা। বারান্দার একপাশে ছোট একটি লোহার বেঞ্চ ছিল।—

তিন জনে গিয়ে সেই বেঞ্চে বস্‌ল।

পঙ্কজ বল্লে, "একটু বিশ্রাম করে' আবার আকাশে ওড়া যাবে, দাও তো লাল্‌টু' 'খিদ্দূরের' বোতলটা,—বেজায় হাঁপিয়ে গেছি।"

নীলকু বল্লে, "এইবার ডানা দুটো ভালো করে' হাতের সঙ্গে আট্‌কে নাও পঙ্কজ—যেন আবার খুলে না যায়।—এর পর আমাদের দুস্তর মরুভূমি পার হতে হবে।"

বারো

আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে তিন বন্ধু উড়ে চলেছে। এই মারাত্মক দুর্ঘটনার পর আবার যাতে ডানা খুলে না যায় সে দিকে পঙ্কজের এবার বিশেষ দৃষ্টি।

পঙ্কজ জিজ্ঞাসা করল নীলকুকে "তুমি যে বল্লে নীলকু এবার আমাদের দুস্তর মরুভূমি পার হতে হবে; এ ধারে মরুভূমি কোথায়? মরুভূমিতো সেই রাজপুতনার ওধারে, আমরা তো চলেছি দক্ষিণ দিকে—"

তার কথায় বাধা দিয়ে লালটু বল্লে—"এ যুগে ভারতবর্ষের অনেক ওলোট পালোট হয়ে গেছে; অনেক ভৌগলিক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে; তার কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছ এর মধ্যেই।"

"হ্যাঁ, বাংলা দেশের অনেক স্থানই এখন সমুদ্রের তলায় গেছে সেটা বেশ টের পেয়েছি—"পঙ্কজ বল্ল।

"তেমনি অনেক জায়গায় আবার সমুদ্র মরে গিয়ে মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। ঐ দ্যাখো নীচের আগ্নেয়গিরি প্রুশনার চূড়ো দেখা যাচ্ছে; ওটা পার হলেই আমরা মরুভূমিতে এসে পড়ব—"

লালটুর কথা শুনে একটু চিন্তান্বিত স্বরে পঙ্কজ প্রশ্ন

করল—"আগ্নেয়গিরি! কই ভারতবর্ষে তো কোন দিন কোন আগ্নেয়গিরি ছিল না। কি বল্লে নাম প্রুশনা'—"

পঙ্কজের প্রশ্নের উত্তর দিল নীলকু, সে বল্লে "হ্যাঁ প্রুশনা; আগে ঐ পাহাড়ের নাম ছিল পরেশনাথ।"

'পরেশনাথ' নামটা পঙ্কজের অতি পরিচিত। তাদের যুগে হাজারীবাগ জেলায় ছিল এই পাহাড়; বিন্ধ্যপর্ব্বত শ্রেণীর সর্বোচ্চ চূড়া। সে অনেকবার এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে; কিন্তু কই আগ্নেয়গিরি বলে তো তাকে কেউ জানতো না।

পঙ্কজ বল্লে "আমাদের সে যুগের পরেশনাথ তো ছিল খুব শান্ত; কখনো তার ভিতর থেকে কোন আগুন বের হয়নি কিন্তু—"

"কিন্তু, দুশো বছর আগে হঠাৎ একদিন তাঁর পেটফুঁড়ে জ্বলন্ত আগুন আর ফুটন্ত ধাতুর স্রোত বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করে। সেই থেকেই তোমাদের যুগের সেই শান্ত পরেশনাথ অশান্ত 'প্রুশনাতে' পরিণত হয়। এখনো মাঝে মাঝে সে উৎপাত কম করে না। ঐ চেয়ে দ্যাখো ভস্ ভস্ করে ধোঁয়া উড়ছে তার চূড়ো থেকে।" "লালটু বল্লে।

পঙ্কজ তাকিয়ে দেখল বাস্তবিকই অনেক নীচে একটা পাহাড়ের চূড়ো থেকে কালো কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

"ওকি !!" হঠাৎ পঙ্কজ শিউরে বলে উঠল "ঐ দ্যাখো, ধোঁয়ার মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের মত কি যেন চম্‌কে চম্‌কে উঠছে— ।"

এ ব্যাপারটা লালটু আর নীলকুও লক্ষ্য করেছিল।

খুব ভালো করে নীচের দিকে তাকিয়ে লালটু বল্লে "আগুন, আগুন বের হচ্ছে ; শীগগির চল অন্য পথ ধরে।" লালটুর গলার স্বরটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

"আমরা ঠিক এখন পাহাড়টার মাথার উপর। ঐ দ্যাখো কি রকম ঘন ঘন আগুনের শিখা ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করা উচিত নয় ; এক্ষুনি ভয়ঙ্কর ভাবে আগুনের উৎপাত সুরু হবে। গলিত ধাতুর স্রোত বেরুতে আরম্ভ করলে আর আমরা প্রাণ বাঁচাতে পারব না।

—পঙ্কজের মুখ শুকিয়ে গেছে। সে শুষ্ক কণ্ঠে বল্লে "কোন্ দিকে পালাবে বলে ঠিক করেছ ?"

নীলকু বল্লে—"অন্য আর কোনো দিকে পালাবার উপায় নাই ; এখন একমাত্র উপায় তাড়াতাড়ি পাহাড়টা পার হয়ে যাওয়া। চল লালটু, চল পঙ্কজ তাড়াতাড়ি ডানা চালিয়ে।"

"ওঃ শরীরে আগুনের আঁচ এসে লাগছে ভয়ঙ্কর

ভাবে, গায়ে ফোস্কা পড়বার জোগাড়।” প্রাণপণে ডানা নাড়তে নাড়তে পঙ্কজ বলে উঠল।

এতক্ষণ আকাশ ছিল ঝলমলে নীল; বাতাস ছিল ঝিরঝিরে শান্ত। হঠাৎ একি পরিবর্ত্তন! কোথা থেকে রাশি রাশি কালো কালো মেঘ ছুটে এলো হু হু করে,—শোঁ শোঁ করে ঝোড়ো বাতাস এলো তেড়ে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ‘প্রশনার চূড়ার’ আগুনও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো ভয়ঙ্কর ভাবে। যেন প্রলয় উপস্থিত।

পঙ্কজ চীৎকার করে কি যেন বল্‌তে গেল; কিন্তু ঝড়ের তোড়ে তার স্বর গেল ভেসে। তাকিয়ে দেখল লালটু আর নীলকু তাদের সকল শক্তি দিয়ে ডানা নেড়ে সামনে এগুতে চেষ্টা করছে, কিন্তু দুর্দ্দান্ত ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছুতেই আর পেরে উঠছে না।

পঙ্কজ একবার নীচের দিকে তাকালো। প্রশনা প্রলয়ঙ্কর ভাবে জ্বলতে আরম্ভ করেছে বারুদের স্তূপের মত। পঙ্কজ একবার উপর দিকে তাকালো। বিদ্যুতের ঝলকানিতে তার চোখ ঝলসে যাবার যোগাড়; বাজের গর্জ্জনে কানে বুঝি তালা লাগে। নিরুপায় পঙ্কজ তাকিয়ে দেখল লালটু আর নীলকুর অবস্থা। তারা মরীয়া হয়ে তখনো ঝড়ের সঙ্গে ’লড়ছে। আর পঙ্কজ নিজে! সেও

লালটুদের ব্যর্থ অনুকরণ করছে। তার শরীরে জোর নাই ; প্রাণে আশা নাই, মনে বল নাই।

তপ্ত আগুনের লেলিহান উত্তাল শিখা ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসতে লাগল উন্মত্ত হয়ে আকাশের দিকে, গলিত ধাতুর উত্তপ্ত তরল স্রোত ফোয়ারার ধারায় পিচ্‌কারীর মত ছুটে বেরিয়ে আসতে লাগ্‌ল আতঙ্ককর বেগে।

আর প্রাণের আশা নাই, এ অবস্থায় কোনো পাগল ছাড়া আর কেউ প্রাণের আশা করতে পারে না। তবু তিন জনের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সে কী উদ্দাম উদ্যম।

হঠাৎ পঙ্কজ শুনতে পেল লালটুর চীৎকার, "ঝড়ের বিরুদ্ধে যেতে চেষ্টা কোরো না পঙ্কজ, ঝড়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও।"

লালটু, নীলকু আর পঙ্কজ এবার নিজেদের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার স্রোতে তাদের ডানা ছড়িয়ে দিল। দেখতে দেখতে প্রবল ঝড়ের গতিতে খড়ের মত বেগে তারা ছুটে চল্ল নিরুদ্দেশের পথে।

তেরো

ঝড়ের তোড়ে ঘুরপাক খেতে খেতে লালটু, নীলকু আর পঙ্কজ সজোরে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল এক সুবিস্তীর্ণ বালুভূমিতে। তাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত, ডানাগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে গেছে।

ঝড়ের বেগ অনেকটা কমে গেছে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারও আর চোখে পড়ছে না। মরুভূমির এক প্রান্তে তিনজনে ইতস্ততঃ ছটকে পড়ে আছে।

ধীরে ধীরে উঠে বসে লালটু জড়িত স্বরে ডাক্‌ল "নীলকু, পঙ্কজ।"

নীলকু সাড়া দিল, কিন্তু পঙ্কজের মুখে কোনো সাড়া শব্দ নেই। সে চীৎপাত হয়ে পড়ে আছে একধারে।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে অনেকটা। এখনো ছেঁড়া খোঁড়া মেঘের মাঝে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিক জেগে উঠছে।

লালটু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। নীলকুও ততক্ষণে উঠে বসেছে গায়ের ধূলো ঝেড়ে।

লালটু বল্লে "নীলকু পঙ্কজের কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া

যাচ্ছে না।" এই বলে সে পঙ্কজের সামনে এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে তাকে পরীক্ষা করতে লাগল।

নীলকু গভীর হতাশে জিজ্ঞাসা করল "কি রকম বুঝছ লালটু, বেঁচে আছে তো।"

"হুঁ খুব ধীরে ধীরে শ্বাস বইছে। দাড়াও, দেখি একবার ব্যাদ্দূর ওষুধ দুই ফোঁটা ওর মুখে দিয়ে।" এই বলে লালটু তার পকেট থেকে ওষুধের শিশিটা বের করে এই ধন্বন্তরী সর্বৌষধির কয়েকটা ফোঁটা পঙ্কজের মুখে ঢেলে দিল, তারপর শিশিটা তার নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শোকাতে লাগল।

অদ্ভুত ব্যাপার! কয়েক মিনিটের মধ্যেই পঙ্কজ চোখ মেলে চাইল। অস্ফুট স্বরে বল্লে "সন্ন্যাসী আমি কোথায়?"

লাল্‌টু একটু হেসে বল্লে "সন্ন্যাসীকে নিতে হলে আবার পাঁচশো বছর পিছিয়ে যেতে হবে পঙ্কজ।"

পঙ্কজের এবার ভালো করে জ্ঞান ফিরেছে।—

সামনে লাল্‌টুকে দেখ্‌তে পেয়ে সে ভারি গলায় বল্লে, "কে লাল্‌টু!—তুমি বেঁচে আছ? নীলকু কই?"—

নীল্‌কুও ততক্ষণে তার কাছে এসে হাজির হয়েছে।—নীল্‌কুকে দেখে পঙ্কজের মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল,—সে একবার উঠ্‌তে চেষ্টা করল।

লাল্‌টু বল্লে—"একটু রোসো পঙ্কজ, আর একটু শুয়ে

থাকো। ওষুধটা ধরেছে।—এখন তোমার কিছু খাওয়া দরকার।—”

নীল্‌কু বল্লে, “এই যে খিদ্দরের বোতলটা সঙ্গেই আছে—নাও তো ভাই পঙ্কজ একটু খেয়ে নাও। গায়ে জোর পাবে, মনের সাহসও ফিরে আস্‌বে।”

কয়েক ফোঁটা ‘খিদ্দূর’ খেয়ে পঙ্কজ উঠে বসল, তারপর সভয়ে চীৎকার করে’ বলে উঠ্‌ল, “এ্যাঁ—আমার ডানা!—”

লাল্টু মুচ্‌কি হেসে বল্লে “এখন আমরা তিনজনেই ডানা-কাটা পরী।—”

এত দুঃখের মধ্যে লাল্টুর এই রসিকতা শুনে নীলকু হো হো করে’ হেসে উঠ্‌ল।

পঙ্কজ’ গম্ভীর’ হয়ে বল্লে “তোমাদেরও ডানা ভেঙে গেছে? সর্ব্বনাশ, তা হলে এখন উপায়! এই অজানা জায়গা থেকে উদ্ধার পাবার তো কোনো উপায় দেখছি না।”

লাল্‌টু বল্লে—“আজকালকার যুগের ছেলেরা অত চট্‌ করে নিরাশ হয়ে পড়ে না পঙ্কজ।—অত হতাশ হবার কোনো কারণ নাই। সঙ্গে আমাদের রয়েছে ধূম্বিষ, খিদ্দূর আর ব্যাদ্দূর। কাজেই, সহজে আমরা কাবু হব কোনো বিষয়ে, তা মনে হয় না।”

—"এটা কোন্ জায়গা বলে মনে হচ্ছে লাল্টু?" চারিধারে তাকিয়ে পঙ্কজ প্রশ্ন করল।—

মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য্যের আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।—

লালটু, ভালো করে চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করে বল্ল—"আমার মনে হয় আমরা বঙ্গোপসাগরের কোনো দ্বীপে ছিট্‌কে এসে পড়েছি।"

একটু অবিশ্বাসের হাসি হেসে পঙ্কজ বল্লে "তুমি পাগল হয়েছ পঙ্কজ। ঝড় হোলো কোথায়—আর আমরা ছিট্‌কে পড়লাম এসে কোথায়! বঙ্গোপসাগর কি আর এত কাছে।"

"তোমাকে তো আগেই বলেছি পঙ্কজ, আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের অনেক ভৌগলিক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। তোমাদের যুগের উড়িয্যা অঞ্চলের অনেক অংশ এখন জলের তলায় তা বোধ হয় তুমি জানো না। আমরা যে একটা দ্বীপে এসে পড়েছি সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র ভুল নাই। ভালো করে তাকিয়ে ছাখো পঙ্কজ, চারিধারে জল থৈ থৈ করছে।"

নীলকুও লালটুর কথায় সায় দিল।

পঙ্কজ বল্লে "এখন তবে এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কি! আমাদের দেশ ভ্রমণ এর ভিতরেই শেষ কর্‌তে

হোলো নাকি! আমি তো দস্তুর মত নিরাশ হয়ে যাচ্ছি লালটু, হায় এমন ডানাগুলো নষ্ট হয়ে গেল।"

আবার তুমি নিরাশ হয়ে যাচ্ছ পঙ্কজ! ডানা গেছে তো কি হয়েছে। "আমরা আবার আকাশে উড়ব দেখে নিও!"

লালটুর কথার অর্থ কিছুমাত্র বুঝতে না পেরে পঙ্কজ ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

লালটু বল্লে "আমার কথা শুনে খুবই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছ পঙ্কজ,—নয়! শোন তবে কথাটা খুলেই বলি। আজ-কাল আকাশ পথে সর্ব্বত্রই ট্রেন যাতায়াত করে। এই দ্বীপের উপর দিয়েও ট্রেন যাবে নিশ্চয়। আমরা ইসারা করে ট্রেন থামিয়ে আবার সহরের দিকে রওনা হব।"

"এ পথ দিয়ে যে ট্রেন যাবে তার প্রমাণ কি?" পঙ্কজ প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ জাপান ভারতের মধ্যে যে ট্রেন চলাচল করে তার পথ হচ্ছে এইখান দিয়েই। এ আমি স্থির জানি। কাজেই তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।" লালটু পঙ্কজকে অভয় দিয়ে বল্ল।

চৌদ্দ

মানুষ যা আশা করে অনেক সময় তার বেশীর ভাগই সফল হয় না।

সেই নির্জ্জন দ্বীপে সারাদিন কাটিয়েও লালটুরা কোনো ট্রেণের সাড়া শব্দ পেল না। এদিকের শূন্য পথে কখনো যে ট্রেণ যাতায়াত করে তারও কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না।

পঙ্কজের প্রাণ সম্পূর্ণ নিরাশায় ভরে উঠেছে। সে বল্লে "কই হে লালটু, এখন পর্য্যন্ত কোনো গাড়ীই তো চোখে পড়ল না, তুমি বোধ হয় জায়গাটা ঠিক আন্দাজ করতে পার নি। আমরা হয়তো কোনো অজানা দ্বীপে ছটকে এসে পড়েছি।"

লালটু উত্তর দিল "অজানা দ্বীপ বলে আজকাল কিছু নাই পঙ্কজ ; পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এ যুগের মানুষের নখদর্পণে। এমন কি চিররহস্যাবৃত উত্তর-মেরু দক্ষিণ-মেরু পর্য্যন্ত সভ্য মানুষদের বাসস্থানে পরিণত হয়েছে।

পঙ্কজ বল্লে "হ্যাঁ হ্যাঁ লালটু, কালপুংয়ে ছাদের উপর উত্তর-মেরুর ফুটবল খেলার ছবি আমি দেখেছি। আমার বেশ মনে পড়ছে।"
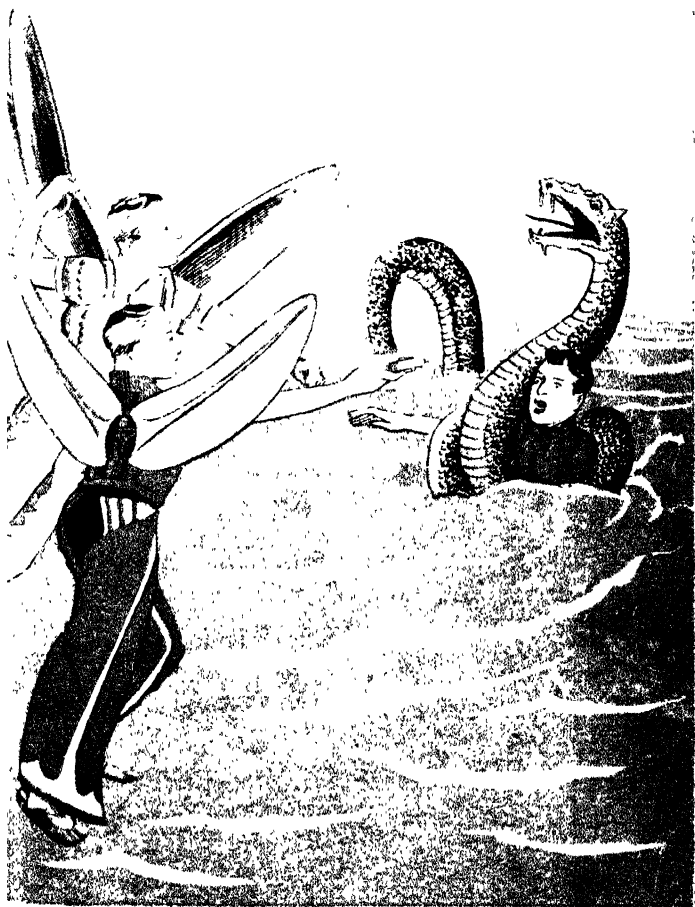
শুধু মেরুর দেশ নয়—আফ্রিকা প্রভৃতি যে সব দেশ তোমাদের যুগে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তাও এখন সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত। এমন কি তোমাদের যুগে আফ্রিকা জুড়ে যে মস্ত সাহারা মরুভূমি ছিল, তাও এখন অতি উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আমরা আবার যখন আকাশে উড়বার সুযোগ পাব—তখন এসব দৃশ্য তোমাকে নিশ্চয়ই দেখাব।”

লালটুর কথার কি যেন একটা উত্তর পঙ্কজ দিতে যাচ্ছিল হঠাৎ সে ভীষণ চীৎকার করে’ সামনের দিকে ছুট্‌তে লাগল।

“কি হোলো পঙ্কজ!” লালটু আর নীলকু দু’জনেই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

‘পিছনে তাকিয়ে দেখ একদল অদ্ভুত জীব আমাদের তাড়া করেছে—” ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে ছুট্‌তে পঙ্কজ উত্তর দিল।

লালটু আর নীলকু একবার তাকিয়ে দেখল সমুদ্রের জল থেকে রাশি রাশি রাক্ষুসে হাঙ্গর তাদের দিকে তেড়ে আসছে।

“ওদের সঙ্গে ছুটে পারবে না পঙ্কজ,” লালটু চীৎকার করে বল্ল “আমাদের প্রত্যেকের কাছেই ধূম্বিষ আছে, কাজেই ভয় করবার বিশেষ কোনো কারণ নাই। তুমি ধূম্বিষ চালাও ওদের লক্ষ্য করে, আমরাও চালাচ্ছি।”

লালটু আর নীলকু হাঙ্গরগুলোকে লক্ষ্য করে' চালালো তাদের আধুনিক মারাত্মক অস্ত্র। ততক্ষণে পঙ্কজও ফিরে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

কয়েকটা হাঙ্গর সঙ্গে সঙ্গেই চীৎপাত হয়ে উল্টে মরে পড়ল, আর বাকীগুলি অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে ঝপা-ঝপ্ সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাস্‌তে হাস্‌তে লালটু বল্লে "পঙ্কজ, যতক্ষণ ধূম্বিষ, খিদ্দ্‌র আর ব্যাদ্দ্‌র সঙ্গে আছে, ততক্ষণ জন্তু জানোয়ারেরও ভয় করিনা, ক্ষিধে তৃষ্ণারও তোয়াক্কা রাখি না, আর অসুখ বিসুখকেরও পরোয়া করি না।"

"যা বলেছ লালটু, বাস্তবিকই আধুনিক যুগে এই তিনটি জিনিষ অতি অদ্ভুত আবিষ্কার। এই ধূম্বিষের কল্যাণে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ একেবারে লোপ পেয়ে গেছে।"

নীলকুর কথা শুনে পঙ্কজ একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে "কি রকম! আজকাল আর যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় না নাকি নীলকু!"

প্রশ্নের উত্তর দিল লালটু। বল্লে—"পঙ্কজ, আজকাল এই সর্ব্বনেশে গ্যাসের ভয়ে কেউ আর যুদ্ধ করতে সাহস পায় না। রাতারাতি কেউ যদি এই গ্যাস কোনো দেশের উপর

গোপনে ছড়িয়ে দিয়ে যায় মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত দেশবাসী শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে।"

পঙ্কজ বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করল—"আমাদের ধূম্বিষের মধ্যেও কি ঐ রকম মারাত্মক গ্যাস পোরা আছে নাকি?"

"হ্যাঁ পঙ্কজ, তবে সাধারণ লোক যাতে নিরাপদে ব্যক্তিগত বিপদে ব্যবহার করতে পারে—সেই জন্য এই ধূম্বিষ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এটাকে বিষ-বন্দুকও বল্‌তে পার। এটা যে ব্যবহার করে তার পক্ষে মোটেই মারাত্মক নয়, যার উপর ব্যবহার করা হয় তার আর রক্ষা থাকে না কিছুতেই।" লালটু উত্তর দিল।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নীলকু চমকে উঠল "ঐ ছাখো লালটু সমুদ্রের জলে একটা মৃতদেহ ভাস্‌ছে—"

লালটু আর পঙ্কজ তাকিয়ে দেখলো, সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাস্‌তে ভাস্‌তে একটি মানুষের দেহ উপকূলের দিকে আসছে। তার মুখখানা বিকৃত, হাত পা গুলোও ক্ষত বিক্ষত!"

"এ আবার কি ব্যাপার লালটু?" গভীর বিস্ময়ে পঙ্কজ প্রশ্ন করল।

"তাইতো ভাবছি পঙ্কজ, হয়তো আমাদের মতই কোনো লোক আকাশ ভ্রমণ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে প্রাণ

হারিয়েছে। ইস্, ছাখো শরীরটা ওর কি রকম ভাবে জখম হয়েছে।" লালটু বল্লে।

মৃতদেহটা ভাস্তে ভাস্তে বেলা ভূমিতে এসে পড়েছে। ভালো করে সেটাকে পরীক্ষা করে লালটু আবার বল্লে—"এইবার বুঝতে পেরেছি কেন সহসা এতগুলি হাঙ্গরের শুভাগমন। মৃতদেহটাকে নিয়ে তারা দিব্যি ফলার লাগিয়েদিল এমন সময় আমাদের দেখ্তে পেয়ে—"

লালটুর কথা শেষ হতে না হতে নীলকু উল্লাসে চীৎকার করে উঠল "লালটু, লালটু ঐ ছাখো লোকটার কোমরে বাঁধা সর্ব্বেতার।"

লালটুও আনন্দে মেতে উঠেছে। "আর ভয় নাই পঙ্কজ, এবার আমরা সহজেই এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাব।"

তাদের কথা কিছু বুঝতে না পেরে পঙ্কজ বোবার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল।

লালটু বল্লে "সর্ব্বেতারের সঙ্গে তোমার পরিচয় নাই বুঝি পঙ্কজ! সর্ব্বত্র বেতারে খবর পাঠাবার যন্ত্র এটা। এইবার আমরা সহজেই আমাদের বিপদের খবর সহরে পাঠাতে পারব।"

পনেরো

সর্ব্বেতারের পরিচয় পেয়ে পঙ্কজের মনটা খুসীতে ভরে উঠল। এতক্ষণ পর তাদের উদ্ধারের একটা উপায় হোলো।

লালটু বল্লে "কালপুংয়ে আমাদের খবর পাঠাতে হবে আমরা বিপন্ন। শীগ্‌গির যেন আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়।"

নীলকুও জানি কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ পঙ্কজ বলে উঠলো "ঐ ছ্যাখো লালটু, কি একটা অদ্ভুত জিনিষ সমুদ্রের কুলে এসে ঠেকেছে।"

—"তাই তো, ও যে একটা ভাঙা উড়ুক্কু মোটর" লালটু বল্লে।

নীলকু বল্লে "কি, আশ্চর্য্য, মোটরটা এখানে এলো কি করে!"

"আমার তো মনে হয় এই মৃত লোকটিরই মোটর এখানা। কোনো দুর্ঘটনায় সমুদ্রের জলে পড়ে লোকটি মারা গেছে, মোটরটিও ভেঙে গেছে।" লালটু বল্লে।

"সেটা খুবই সম্ভব লালটু, না হলে এ মোটরটার এখানে ভেসে আসার কোনো যুক্তিযুক্ত অর্থ হয় না। চল

একবার ভালো করে দেখে আসি মোটরখানা। লোকটির কোনো পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।" এই বলে নীলকু এগিয়ে চল্ল মোটর খানার দিকে, লালটু আর পঙ্কজও চল্ল তার পিছনে পিছনে।

মোটর খানার কাছে গিয়ে লালটু বল্লে "ইস্ গাড়ীখানা একদম দুমড়ে ভেঙে গেছে।"

নীলকু বেশ ভালো করে গাড়ীখানাকে পরীক্ষা করে দেখে বল্ল, "হাঁ দুমড়ে গেছে বটে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কল কব্জা কিছু এর বিগড়ায়-নী। চাকার ডানাগুলিও বেশ ভালো অবস্থাতে আছে। বাইরের কাঠামোটাই—"

হঠাৎ তার কথায় বাধা দিয়ে পঙ্কজ চীৎকার করে বলে উঠল "লালটু কি আশ্চর্য্য ভূতুড়ে ব্যাপার, ঐ ত্যাখো অকস্মাৎ মৃতদেহটা অদৃশ্য হয়েছে।"

পঙ্কজের কথা শুনে লালটু আর নীলকু দুজনেই সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল বাস্তবিকই মৃত দেহটা আর নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পড়ে নাই।

"একি হোলো লালটু!" গভীর বিস্ময়ের সুরে নীলকু প্রশ্ন করল—"আমার মনে হয় সেই রাক্ষুসে হাঙ্গরের দল টেনে নিয়ে গেছে মৃত দেহটাকে।"

লালটু একটু ভেবে বল্লে "তাও হতে পারে; আর

একটা ব্যাপারও ঘটতে পারে। সমুদ্রের 'আণ্ডার কারেণ্টে' হয়তো লোকটা ভেসে গেছে। যাই হোক—ভূতুড়ে ব্যাপারে যে, দেহটা অদৃশ্য হয় নাই এটা ঠিক পঙ্কজ !"

লালটু হাস্‌তে হাস্‌তে কথাগুলি বল্লে বটে, কিন্তু পঙ্কজের মুখ শুকিয়ে গেছে। সে ধরা গলায় বল্লে "এখন তবে উপায় ? সর্ব্বেতারটা এভাবে হাতছাড়া হয়ে গেল লালটু ! এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাবার সব আশাই তবে নির্ম্মূল হোলো দেখছি।"

পঙ্কজের স্বরে গভীর হতাশার ভাব ফুটে উঠেছিল। লালটু তাকে একটু ঠাট্টা করে বল্লে "সেকেলে মানুষগুলি দেখছি অল্পতেই ঘাবড়ে যায়। নিরাশার কোনো কারণ নাই পঙ্কজ—"

"নিরাশার কোনো কারণ নাই পঙ্কজ" লালটুর সুরে সুর মিশিয়ে নীলকু বল্লে "ভগবানকে ধন্যবাদ। উদ্ধারের উপায় অতি সহজেই হবে এবার। মোটরখানার বাইরের দিকটা দুমড়ে মুচকে গেলেও ভিতরের কল কব্জা সবই ঠিক আছে। এমন কি ডানাগুলো পর্য্যন্ত আছে অটুট অক্ষত।"

লালটুও ভালো করে মোটরখানাকে পরীক্ষা করে বলে উঠল "হুর্‌রে, ঐ দ্যাখো ভিতরে গদির স্প্রাংয়ের ফাঁকে এক টিন গ্যাসোলও রয়েছে।"

পঙ্কজের উৎসাহ আবার ফিরে এসেছে। সে প্রশ্ন করলে "গ্যাসোল আবার কি জিনিষ লালটু ?"

লালটু উত্তর দিল "তোমাদের যুগে পেট্রোলে মোটর চলত", আজকালকার যুগে আমরা ব্যবহার করি গ্যাসোল। গ্যাস থেকে তৈরি হয় ঐ গ্যাসোল। এরই সাহায্যে আধুনিক যুগে মোটর চালানো হয়।"

নীলকু বল্লে "ভাগ্যিস্ গ্যাসোলও পাওয়া গেছে ; না হ'লে এই মোটরখানা আমাদের কোনই কাজে আসতো না। দাঁড়াও একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক।"

এই বলে নীলকু মোটরের ভিতর গিয়ে বসে কল চালিয়ে দিল।

ঘরর্ ঘরর্, বন্ বন্, বোঁ বোঁ, শোঁ শোঁ করে সেই দুমড়ানো মোটরখানা ঘুরপাক খেতে খেতে শূন্যে উঠ্তে লাগল।

ভিতর থেকে মুখ বের করে নীলকু হাস্‌কে হাস্‌তে বল্লে "বিদায় লালটু, বিদায় ভাই পঙ্কজ, চল্লুম আমি কালপুংয়ের দিকে। থাকো তোমরা এই নির্জ্জন দেশে পড়ে।"

মোটরটার সচল অবস্থা দেখে লালটুর মুখটা হাসিতে ভরে উঠেছে। পঙ্কজের তো কথাই নাই। আনন্দে সে দু হাত তুলে লাফিয়ে নেচে উঠ্ল।

নীল্‌কুকে উদ্দেশ্য করে লালটু চেঁচিয়ে বল্ল "নেমে এসো ভাই নীল্‌কু, এভাবে 'গ্যাসোল' নষ্ট কোরো না এখন। আমাদের এখনো অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।"

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

নীল্‌কু মোটর থেকে নেমে বল্লে "আর দেরী কেন লালটু, চল এইবার রওনা হওয়া যাক্।"

লালটু বল্লে "আমার ইচ্ছা আজ রাত্রে আর আকাশ পথে গিয়ে কাজ নাই। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আস্‌ছে চারিদিক ছেয়ে। সামনে পিছনে, দক্ষিণে বামে থৈ থৈ করছে অথৈ সমুদ্র। এই ভাঙা মোটরখানির উপর আমার খুব বেশী বিশ্বাস নাই তুমি যাই বল। কখন যে বিগড়ে গিয়ে আবার নতুন ফ্যাসাদ বাধায় তার কোনো ঠিক নাই। সুতরাং, আজ রাতটা কোনো রকমে এই দ্বীপে কাটিয়ে কাল সকালেই আমরা আবার আকাশ পথে রওনা হব।"

লালটুর এই পরামর্শ খুবই যুক্তিপূর্ণ।

নীল্‌কুর ইচ্ছা ছিল অবিলম্বে এই দ্বীপ পরিত্যাগ করা, কিন্তু লালটু আর পঙ্কজের অনিচ্ছায় সেও বাধ্য হয়ে তাদের কথায় সম্মত হোলো।

ষোলো

সূর্য্য তখনো উঠেনি, কিন্তু ঊষার আলোতে দিকদিগন্ত ছেয়ে গেছে। কোথাও আর এককণাও অন্ধকার নাই।

লালটুদের মোটর উড়ে চলেছে আকাশ পথে। গাড়ী চালাচ্ছে নীল্‌কু।

গাড়ীর গতি আরো বাড়িয়ে দিয়ে নীল্‌কু প্রশ্ন করল "কোন্‌দিকে আমাদের যেতে হবে লালটু ?"

লাল্‌টু উত্তর দিল "আপাততঃ কালপুংয়ের দিকে।"

"কিন্তু দিকটা যে ঠিক করতে পারছি না লালটু। অনন্ত শূন্য পথে দিক্ ভুল হয়ে যাচ্ছে। কালপুংয়ের পথ ঠিক চিনে উঠ্‌তে পারছি না।" একটু নিরাশার সুরে নীল্‌কু বল্লে।

"—ঐ ছাখো পূব আকাশে সূর্য্য উঠ্‌ছে,—চারিধারে সোনার রোদ ঝলমলিয়ে উঠ্‌ছে। নীচের দিকে তাকিয়ে ছাখো, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের শ্রেণী—"

পাহাড়ের নাম শুনে পঙ্কজ চম্‌কে উঠ্‌ল। "এঁ্যা আবার আমরা 'প্রুশনা'র কাছে এসে পড়েছি নাকি !"

"না—না 'প্রুশনার' কাছে নয়—আমরা বোধ হয় উড়িষ্যার কাছাকাছি কোথাও এসে পড়েছি, ঐ ছাখো নীচে হ্রদের জল ভোরের আলোয় ঝিলমিল করে উঠ্‌ছে। হ্রদটা বোধ হয় চিল্‌কা।" লাল্‌টু নীচের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে।

চিলকা নামটা পঙ্কজের বিশেষ পরিচিত। এতদিনেও নামটার কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই শুনে সে যেন একটু খুশী হয়ে উঠ্‌ল। লালটুকে সে বল্লে "এই চিল্‌কা হ্রদের কাছেই পুরী নামে আমাদের এক তীর্থ ছিল—"

পঙ্কজের কথায় বাধা দিয়ে নীলকু বল্লে—"পুরী এখনো আছে, তবে সমুদ্র অনেকখানি সরে যাওয়াতে পুরীতে এখন তেমন লোকের বসবাস নাই। শুধু ধর্ম্মার্থীরা এসে এখানে বাস করে। তার চারিধারে এখন গভীর জঙ্গল।"

পঙ্কজ বল্ল—"সেটা বেশ মালুম হচ্ছে নীলকু, যে দিকে তাকাচ্ছি সে দিকেই দেখতে পাচ্ছি ঘন বনে আচ্ছন্ন।"

লালটু বল্লে—"এই বন পার হলেই আমরা বাংলাদেশের সীমানায় এসে পৌঁছাব, তারপর আর বিশেষ চিন্তার কোনো কারণ থাক্‌বে না। যে কোনো লোকালয়ের সন্ধান পেলেই আমাদের চল্‌বে। জোরে চালাও নীলকু মোটরখানা—"

নীলকু সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে বল্লে "ঐ ছাখো লাল্‌টু

আবার এক ফ্যাসাদে পড়া গেল। সামনের দিকে চাম-শকুনের দল আমাদের গাড়ী আক্রমণ করতে ছুটে আস্ছে।"

চাম-শকুন আবার কি? গাড়ী থেকে মুখ বার করে পঙ্কজ সামনের দিকে তাকিয়ে বল্লে "অদ্ভুত পাখীতো ওগুলি। উঃ, কী রাক্ষুসে ঠোঁট ওগুলোর, সর্ব্বনাশ, দলে দলে কী ভীষণ তেড়ে আস্ছে।"

লালটু তাড়াতাড়ি তার ধূম্বিষটা হাতে নিয়ে বল্লে "দেখতে চাম্‌চিকের মতন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অতি হিংস্র শকুন ঐ পাখীগুলি। আকাশ পথ ভ্রমণে ঐ জীবগুলি বড়ই উৎপাত করে। অনেক সময় আকাশ ভ্রমণ-কারীর জীবন বাঁচানোই দায় হয়ে ওঠে। ওদের ধারালো নখে ওরা অনায়াসে মানুষের মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারে। ঐ ছাখো কী ভীষণ বেগে ওরা ছুটে আস্ছে আমাদের দিকে। তুমিও ধূম্বিষ নিয়ে প্রস্তুত হও পঙ্কজ। নীলকু—যদি পার—"

—নীলকু রুদ্ধশ্বাসে বল্লে—"গাড়ীর মোড় ঘুরিয়ে ফেলব কি!"

"না—না—তা হলে ওরা পিছন দিক থেকে আমাদের আক্রমণ করবে, তুমি চালাও সামনের দিকেই, আমরা চালাছি ধূম্বিষ।" এই বলে লালটু পাখীগুলোকে লক্ষ্য করে

অস্ত্র চালাতে লাগলো। পঙ্কজও ঘন ঘন ধূম্বিষ ছুঁড়তে সুরু করল।

হাজারে হাজারে পাখী এসেছিল তেড়ে, তাদের ডানার শব্দে যেন মৃদু বাতাসে ঝড় উঠেছিল। কিন্তু পর পর ধূম্বিষের ঘায়ে, তারা আবার ফিরে পালাতে সুরু করলো বিশ্রী শব্দ করতে করতে। কয়েকটা পাখী ডানা ঝট্‌পট্‌ করতে করতে ঘুরপাক খেতে খেতে মাটিতে পড়ে গেল প্রাণহীন হয়ে।

লালটুদের মোটর আবার ছুটে চল্ল গহন আকাশের পথে।

সতেরো

চাম-শকুনের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে পঙ্কজ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

লালটু মনের আনন্দে গান ধরেছে—

"ভাঙা কপাল নিয়ে মোরা
উড়ছি ভাঙা গাড়ীতে,—
ভ্রমণ-পালা সাঙ্গ করে'
এবার ফিরি বাড়ীতে—।"

লাল্টুর সুরে সুর মিলিয়ে নীল্কু গেয়ে উঠল—

"ক্ষিধের চোটে প্রাণ যে গেল,
টান ধরেছে নাড়িতে—"

ওহে লালটু শীগ্গির ধরতো খিদ্দুরের বোতলটা আমার মুখের সামনে, আমার দু'হাত আট্কা। এক হাত ছাড়লেই মোটরখানা 'বাণচাল' হয়ে 'পপাত ধরণীতলে' হবার বিশেষ সম্ভাবনা।"

—"না হে তোমার হাত ছেড়ে কাজ নাই, তুমি শক্ত করে' ধরে থাকো 'ষ্টিয়ারিং হুইল,—আমি তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি খিদ্দুর।" এই বলে লালটু খিদ্দুরের বোতলটা নীল্কুর মুখের সাম্নে ধরল।

"কি ভাব্ছ তুমি পঙ্কজ চুপচাপ বসে—?" লালটু এবার প্রশ্ন করল।

"আমি ভাব্ছি সেই চাম-শকুন গুলির কথা উঃ, কী ভয়ঙ্কর প্রাণী ওগুলি। আধুনিক যুগের পশু-পাখী গুলি সবই দেখছি বড়ই অদ্ভুত আর মারাত্মক। গজণ্ডার, সেই সমুদ্রের রাক্ষুসে সাপ, হাঙ্গর, চাম-শকুন—কোনটিই কম নয়।"

মোটরের হাতল রাতে ঘুরাতে' নীল্কু বল্লে—"আর

একটি জীবের সঙ্গে তোমার এখনো পরিচয় হয় নাই পঙ্কজ ভগবান্ না করুন—”

নীল্‌কুর মুখের কথা কেড়ে দিয়ে লাল্‌টু বল্লে—“ওঃ, তুমি বুঝি ‘বোলশা’র কথা বলছ নীল্‌কু,—উঃ, তাদের নাম শুনলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।”

—“সে আবার কি আজব জিনিষ ভাই লাল্‌টু, বোল্‌তার নামতো আমি ঢের শুনেছি, চোখেও দেখেছি অনেকবার, কিন্তু বোল্‌শা আবার কি ?” পঙ্কজ প্রশ্ন করল।

“বোল্‌তা নয় বোল্‌শা ! ক্ষুদে ক্ষুদে মশার মত কীট, কিন্তু তাদের বোলতার মত হুলগুলি যেমনি বিষাক্ত তেমনি যন্ত্রণাদায়ক। লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে ওরা শত্রুকে আক্রমণ করে। ওদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া একরকম অসম্ভব কথা। ধূম্রবিষও ওদের কাছে ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে একমাত্র ওদের জব্দ করা যায়—কিন্তু,—”

লাল্‌টুর কথা শেষ হতে না হতে হঠাৎ পঙ্কজ বলে উঠল, “ঐ ভ্যাখো লাল্‌টু সামনের দিকটা হঠাৎ যেন অন্ধকারে ছেয়ে গেল,—মেঘে বোধ হয় আকাশ ছেয়ে আসছে—।”

লাল্‌টু উত্তেজিত স্বরে বলে উঠ্‌ল “নীলকু, সর্ব্বনাশ,

শীগ্‌গির মোটর ফিরিয়ে নিয়ে চল পিছন দিকে,—। বোলশা,—বোলশার ঝাঁক আসছে আমাদের দিকে !" লাল্‌টুর গলার স্বর রীতিমত কাঁপছিল।

নীলকু আর্ত্তস্বরে বল্ল, "যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত্রি হয়। এইমাত্র আমরা বোলশা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। আর সত্যি সত্যিই ব্যাটারা এসে হাজীর হোলো।"

ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ উম্ উম্,—সমস্ত আকাশ জুড়ে যেন লাখে লাখে বীণার ঝঙ্কার হচ্ছে, সেই ঝঙ্কারে যেন বাতাস উঠছে কেঁপে কেঁপে। সারা বিশ্ব প্রকৃতির বুকে যেন শিহরণ জেগে জেগে উঠছে।

পঙ্কজের অন্তরাত্মা ঢিপ্ ঢিপ্ করে কাঁপতে লাগল। শুষ্ক গলায় সে বল্ল "এখন তবে উপায় লাল্‌টু।"

জোরে মোটরের হাতল ঘুরাতে ঘুরাতে নীল্‌কু বল্লে—"পূব দিক থেকে ওরা আমাদের দিকে তেড়ে আসছে—আমরা এখন পালাব পশ্চিম দিকে। ওদের চোখে ধূলো দিয়ে না পালাতে পারলে আর রক্ষা নাই পঙ্কজ।"

পঙ্কজ হঠাৎ দারুণ চিৎকার করে উঠল "বাপ্‌রে, গেলাম, গেলাম—"

"কি হোলো পঙ্কজ !" লালটু ভয়ার্ত্ত স্বরে প্রশ্ন করল।

পঙ্কজ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে লাগল

কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে পঙ্কজ উত্তর দিল "আমার কাঁধের উপর কি যেন কামড়িয়েছে, উঃ, জ্বলুনির চোটে প্রাণ বের হবার জোগাড়,—উঃ, উঃ—"

লালটু পঙ্কজের কাঁধটা ভালো করে পরীক্ষা করে বল্লে "এ সেই বোল্‌শার কাজ,—একটা কোনো রকমে দল ছাড়া হয়ে ছট্‌কে এসে তোমাকে কামড়েছে, ঐ যে, ঐ যে ব্যাটা তোমার জামার উপর বসে আছে।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই লাল্‌টু এক চড় মেরে সেটাকে খতম করে পঙ্কজের চোখের সামনে ধরে বল্লে—"এই ছাখো পঙ্কজ, এইটুকু ক্ষুদে প্রাণী, তার চেহারাখানা একবার ছাখো ভালো করে,—"

পঙ্কজ কাঁদো কাঁদো সুরে বল্লে—"শীগ্‌গির আমার এই জ্বলুনীর একটা ব্যবস্থা কর ভাই লালটু, আমি আর সহ্য করতে পারছি না,—মাথা বন্‌ বন্‌ করে' ঘুরছে, হয়তো এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাব।"

"কিছু ভয় নাই পঙ্কজ, ব্যাদ্দুরের বোতল আমাদের সঙ্গেই আছে, এক্ষুনি তুমি সেরে উঠবে।"

এই বলে লালটু ব্যাদ্দুরের বোতলটা খুলে দু' ফোঁটা ওষুধ পঙ্কজের সেই ক্ষত স্থানে ভালো করে' ঢেলে দিল। আশ্চর্য্য ওষুধের গুণ, পঙ্কজ আবার তাজা হয়ে উঠে বস্‌ল।

নীল্‌কু প্রাণপণ চেষ্টায় মোটরখানাকে ঘুরিয়ে ফেলেছে।

ভাঙা মোটর, যে কোন মূহূর্ত্তে দুর্ঘটনা ঘট্‌তে পারে,—তাই অতি সাবধানে অতি সতর্কতার সঙ্গে তাকে চালাতে হচ্ছে। একটু বিগ্‌ড়ে গেলেই আর রক্ষা নাই।

মোটরখানাকে ঘুরিয়ে ফেলে নীল্‌কু তার গতি বাড়িয়ে দিল ভয়ঙ্কর ভাবে।

লালটু বল্লে—"এই ভাবে কিছুদূর যেতে পারলেই আর আমাদের ভয় নাই। কিছুটা পশ্চিম দিকে গিয়ে আবার আমাদের দক্ষিণে ফিরতে হবে, তারপর আবার আমরা পূব দিকে রওনা হব।"

সোঁ সোঁ করে মোটর উড়ে চলেছে। পঙ্কজ একবার পিছনে তাকিয়ে দেখল,—দূরে অতি দূরে সেই খুনে বোলশার ঝাঁক ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তখনো তাদের সেই আতঙ্কর ঝঙ্কারের শব্দ হাওয়ায় ভেসে আসছে ঝুম্ ঝুম্ ঝুমু ঝুম্ উম্ উম্।

শেষ

হঠাৎ গাঢ় মেঘে আবার আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে এলো।

নীলকু মোটরের হাতল ঘুরাতে ঘুরাতে বল্লে "আঃ কি আপদ্, এতক্ষণ তবু সূর্য্যটাকে লক্ষ্য রেখে কিছুটা, দিক ঠিক করা যাচ্ছিল, এখন যে ভারী অসুবিধায় পড়তে হোলো লালটু।"

লালটু বল্লে - "নীচের ঐ বনশ্রেণী লক্ষ্য করে উড়ে চল নীলকু, আমার বোধ হয় শীগ্‌গিরই আমরা বাংলাদেশের সীমান্তে এসে পড়ব। উড়িষ্যার কোনো সহর নজরে পড়লেও আমাদের যথেষ্ট সুবিধা হবে। 'গ্যাসোল' আরো কিছু সংগ্রহ করা আমাদের দরকার বোধ হয়।"

"—না, 'গ্যাসোল' এখনো যথেষ্ট আছে লালটু, তবে আবার দেখছি এক ফ্যাসাদ উপস্থিত।"

"আবার কি ফ্যাসাদ!" উদ্বেগের স্বরে লালটু প্রশ্ন করল।

"গাড়ীর সামনের চাকার সঙ্গে যে ডানা দুটো লাগানো আছে—সে দুটোয় ভয়ানক বিশ্রী আওয়াজ হচ্ছে, আমার মনে হয়।"

নীলকুর কথা শেষ হতে না হতে গাড়ীটা ভয়ঙ্কর বেগে নীচের দিকে নাম্‌তে লাগল।

নীলকু চীৎকার করে বল্লে "খসে গেছে, ডানা দুটো খসে গেছে লালটু! হায় হায় আর বুঝি রক্ষা নাই।"

লালটুর চক্ষু স্থির, পঙ্কজের জ্ঞান লোপ পাবার জোগাড়। নীলকু প্রাণপণে গাড়ীর হাতল ঘুরিয়ে প্রাণ বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

'ঘটাং ঘট্—ঘ্যাচ্—' ভয়ঙ্কর শব্দে মোটরখানি লালটুদের নিয়ে নীচে এসে পড়ল।

চারিধারে পাহাড় আর বন। পাথুরে জায়গায় কিম্বা পাহাড়ের উপর পড়লে লালটুদের শরীরের আর চিহ্নমাত্র পাওয়া যেত না। কিন্তু গাড়ীখানি এসে পড়ল এক ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের মাথায়।

গাছের ডালে অদ্ভুত ভাবে মোটরখানি আট্‌কে গেল। লালটু নীলকু আর পঙ্কজ—বরাৎ জোরে সেই মোটরের মধ্যেই থেকে গেল সেই অবস্থায়।

"বেঁচে গেছি নীলকু—খুব বেঁচে গেছি, একটু ঝাঁকুনি ছাড়া আর কোনো রকমই আঘাত লাগেনি গায়ে।"

লালটুর কথা শুনে নীলকু বল্লে "আমি প্রাণপণ চেষ্টায় গাড়ীর পতনের বেগ অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিলাম, তাই